Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

চণ্ডীতত্ত্ব

বেদ ও বিজ্ঞান

LIBRARY
No. ...
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

ডাঃ শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

Bhadaini, Varanasi-1

No 1/82

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

চণ্ডীতত্ত্বে বেদ ও বিজ্ঞান

LIBRARY
No. 1/82
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS.

তিব্বতীবাবা বেদান্ত আশ্রমের আচার্য্য, রামায়ণবোধ, অধ্যাত্মতত্ত্ব কৌমুদী, Gleanings from the Ramayana প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

ডাঃ কুঞ্জেশ্বর মিশ্র, এল্-এম্-এস্

প্রণীত।

১৩৫৪

সর্ব্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

মূল্য—৸৹

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া তিব্বতীবাবা বেদান্ত আশ্রম হইতে বুক কোম্পানী কর্তৃক
৪।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

জানবাজার রাজবাটীর শ্রীযুক্তা সিন্ধুবালা বিশ্বাস মহাশয়া এই গ্রন্থের
মুদ্রণ ব্যয়ভার বহন করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন।

তিব্বতীবাবা বেদান্ত আশ্রম হইতে প্রকাশিত গ্রন্থকারের
অভিনব গ্রন্থাবলী—

রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ —	২৲
অধ্যাতত্ত্ব কৌমুদী —রাসলীলা প্রভৃতি প্রবন্ধাবলী—	১॥০
Gleanings from the Ramayana—	২॥০
চণ্ডীতত্ত্বে বেদ ও বিজ্ঞান—	৸০
তিব্বতীবাবার পরিচয়—	।০

প্রাপ্তিস্থান—
তিব্বতীবাবা বেদান্ত আশ্রম,
তিব্বতীবাবা লেন, সাঁতরাগাছি, পোঃ হাওড়া।
বুক কোম্পানী—৪।১, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পি. মিশ্র—১৩১।এ, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীমণীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়,
৫এ, নুরমহম্মদ লেন, মুখার্জ্জী প্রেস, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

চণ্ডীতত্ত্বে বেদ ও বিজ্ঞান

সনাতন বৈদিক-ধর্ম্ম-চক্রের আবর্ত্তন।

পর্য্যায়ক্রমে ক্রমবিকশিত মেধার উদ্দীপনে প্রাচীন আর্য্যঋষি সমাজ বাহ্যিক বিশ্বের পর্য্যালোচনা ও সাধনার ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা লাভ করিয়া যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মের নির্দ্দেশ ও তৎসহ সোঽহং অহং ব্রহ্মাস্মি ইত্যাদি মহা আদেশ বাক্য প্রচার করিয়াছিলেন, সেই সনাতন বৈদিক ধর্ম্মচক্রের কি পারিপার্শ্বিক অবস্থার সমাবেশে ক্রমআবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছিল তাহার একটী আনুমানিক কারণ ও তাহার প্রয়োজন মাত্র এখানে দেওয়া হইল। অন্যথা ঋষি মার্কণ্ডেয় উক্ত সপ্তশতী চণ্ডীর উৎপত্তির কারণ নির্দ্দেশিত হইতে পারে না।

সুপ্রাচীন বেদে সমসাময়িক ভাবে আর্য্যঋষিদের মনস্তরের বিভেদক্রমে দুই সাধন মার্গের উদ্ভব হইয়াছিল। কোন কোন ঋষি সমাজ ঐহিক সুখ শান্তি তথা পারত্রিক তদপেক্ষা আরও উৎকৃষ্ট সুখ ভোগের কামনা করিয়া তৎসাধনে স্বর্গীয় দেবতাদের কৃপালাভ আশায় তাঁহাদের তৃপ্তি-সাধনার্থ যজ্ঞাদি ও স্তোত্রাদি দ্বারা তাঁহাদের প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে অন্য সমাজ ঐহিক সুখভোগ কামনা পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য-বাসী হইয়া শুধু পারত্রিক অমৃতত্বরূপ চিরশান্তির লাভের আশায় আত্ম-সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। ইঁহাদেরই আপ্তবাক্য উপনিষদ ও তাহাই শ্রুত হইয়া শিষ্যপরম্পরা কর্ত্তৃক শ্রুতি নামে আবহমান কাল প্রবর্ত্তিত রহিয়াছে। ইঁহাদের সাধনা প্রণালী জ্ঞানমার্গে জ্ঞানকাণ্ড নামে প্রচলিত হইয়াছে। আর উপরোক্ত ঋষি সমাজ প্রবর্ত্তিত সাধনার পন্থাই কর্ম্মমার্গ বা কর্ম্মকাণ্ড। এইরূপে সনাতন ধর্ম্মচক্রের বিপরীতদিকগামী দুইটী আবর্ত্তন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইল। এই চক্রের উদ্ভব হইয়াছিল একই কেন্দ্র হইতে। সেই কেন্দ্রটী কিরূপ ?

আর্য্য সমাজের মধ্যে এক স্তরের মনুষ্যের মধ্যে ক্রমে মেধার স্ফুরণ হওয়াতে সাধারণ অপেক্ষা তাঁহারা ঋষিনামে কিছু উন্নত পদবী বাচ্য হইলেন। কেননা তাঁহাদের দর্শন বা পর্য্যবেক্ষণশক্তি ক্রমে উন্নতস্তরে উত্থিত হইল। তাঁহারা দেখিলেন—অকস্মাৎ কোথা হইতে দাবাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া বনানি দগ্ধ করিল আর সেই সঙ্গে প্রবল বায়ুর উদ্ভব হইল। পরক্ষণে আকাশ হইতে বারিধারা বর্ষণে সেই অগ্নিও নির্ব্বাপিত হইল, এবং স্থানে স্থানে মৃত্তিকা গহ্বরে সেই জল সঞ্চিত হইল। আবার ইহাও দেখিলেন যে সেই সঞ্চিত জল, প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের অগ্নি সদৃশ তাপে, ক্রমে অদৃশ্য হইয়া সেই স্থান শুষ্ক হইয়া পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল। সুতরাং তাঁহারা বুঝিলেন জলে যেমন অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, তেমনি অগ্নিও জলকে শুষ্ক করিতে পারে। সুতরাং উভয়েই তুল্য বলধারী। দাবাগ্নির উদ্ভবের কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন শুষ্ক কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে অগ্নির উৎপত্তি হয়। আবার ইহাও দেখিলেন যে অসীম আকাশের কোনও স্থান হইতে বৃহৎ অত্যুজ্জ্বল অগ্নিশিখা সহসা উদ্ভূত হইয়া কোনও বৃক্ষের উপরে পতিত হইলে তাহাকে প্রজ্জ্বলিত করে। সুতরাং অগ্নি দিব বা স্বর্গবাসী দেবতা। বৃষ্টিধারাও স্বর্গ হইতে কোন দেবতা কর্ত্তৃক বর্ষিত হয়। ঘোর আরাবে বিদ্যুৎও যিনি নিক্ষেপ করেন তিনিই তৎপরে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। উভয় বিপরীত শক্তির সামঞ্জস্য, বিবদমান পুত্রদ্বয়কে নিবৃত্তকারী পিতার ন্যায় একটী শক্তিশালী কারণ দ্বারাই স্বর্গে বিহিত হয়। এই শক্তিকেই তাঁহারা বজ্রধারী ও জিমূতবাহন বৃষ (বর্ষণকারী) ইন্দ্রনামে অভিহিত করতঃ স্বর্গ ও মর্ত্ত্যগামী অগ্নি দেবতাকে হব্যাহুতি দ্বারা তৃপ্ত করিয়া যেন তাহাকেই দূত স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট প্রেরণ এবং তাঁহাদের প্রার্থনা নিবেদন করেন। জল বর্ষণকারী মেঘ ও বিদ্যুতের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলোড়নে পৃথিবীস্থ পদার্থ কম্পিত ও অনেক সময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এই প্রচণ্ড মরুৎও সেই স্বর্গ হইতে আবির্ভূত হয়, সুতরাং দেবতা বিশেষ। তাহাকেও শান্ত করিবার জন্য পুজা ও প্রার্থনা প্রবর্ত্তিত হইল।

এইরূপে প্রকৃতির নানা অজ্ঞাত কারণ বিভূতি রূপকে সেই সেই দেবতারূপে কল্পিত করিয়া তাহাদের তৃপ্ত্যর্থে যজ্ঞাদি ও স্তোত্রাদি প্রথম বৈদিক যুগে প্রবর্ত্তিত হইল। কালক্রমে বন ভ্রমণকালে অকস্মাৎ শুষ্ক কাষ্ঠের পরস্পর ঘর্ষণে অগ্ন্যুদগম * যখন কোনও ঋষির দৃষ্টি গোচর হইল তখন তিনি কাষ্ঠ ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন করিলেন এবং তাহাকেই সমিত (সমিয়তে অত্র-যেখানে অগ্নি সমভাবে বা (neutral) অবস্থায় থাকে) আখ্যা দিলেন। কোন স্থানে কোনও বৃক্ষের অপক্ক কটু ফল বনাগ্নির তাপে ঝলসিত অবস্থায় দেখিয়া কৌতূহলী হইয়া তাহার স্বাদ গ্রহণে তাহার উপাদেয়ত্বের জ্ঞানলাভ করিলেন। তদ্দর্শনে প্রথম রন্ধন কার্য্য প্রচলিত হইল। অগ্নিতে ঘৃত ও ইন্ধন পড়িলে উজ্জ্বলতা সহ উহার বর্দ্ধিতাকার দেখিয়া যেন অগ্নির তৃপ্তি ও তুষ্টির অনুমান করিলেন। এই অগ্নি উপাসনা ভৃগু ও অঙ্গিরাদি ঋষি কর্ত্তৃক প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। এই অগ্নি প্রভৃতি দেবতার পূজা উপাসনার কেন্দ্র হইতে যে চক্রের আবির্ভাব হইল তাহাই কর্ম্মকাণ্ডাশ্রিত কর্ম্মমার্গে ইহার পরিধিক্রমে প্রসারিত হইয়া বহু আড়ম্বর ও ক্রমে পশু বলিদান রূপ অঙ্গ ইহার বিধির অন্তর্নিহিত হইল। এই যজ্ঞ স্রোত সমভাবে ত্রেতায় ও দ্বাপরে প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান কাল হইতে ২৫০০ বৎসর পূর্ব্বে একটী প্রবল বাধা প্রাপ্ত হইয়া স্তিমিত হইল। এই দ্বিতীয় অঙ্গ যোগে এক একবার তাহা কিছু বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল। কিন্তু সে বাঁধ কোনও বিশেষরূপে কার্য্যকরী হয় নাই। তদানীন্তনের সাময়িক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্য কি এই যজ্ঞানুষ্ঠান

* যেমন আমেরিকার Prairiean fireএ অগ্নি উৎপন্ন হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রভৃতির আনুকুল্যের প্রয়োজন বোধে প্রকৃত দর্শনক্ষম ঋষিগণ ইহার প্রচলন ও আচরণ অব্যাহত রাখিতেই প্রয়াস করিয়াছিলেন ?

মতান্তরে কথিত হয় যে ক্রমবর্দ্ধমান আদি আর্য্যগণের কোন শাখা গোষ্ঠি মধ্য এসিয়া হইতে পঞ্চনদ প্রদেশে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহাদিগকে অস্ত্রশস্ত্র ও বুদ্ধিবলে সেই দেশের আদিম অধিবাসীদিগকে বশীভূত বা দূরীভূত করিতে হয়। তাঁহারা তজ্জন্য তাঁহাদের সমাজকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। অপেক্ষাকৃত মেধাবিগণ রাজনীতি অর্থ-নীতি ও যুদ্ধনীতি প্রভৃতির উপদেশ দিয়া ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত হন। অপেক্ষাকৃত দৈহিক শক্তিশালী পুরুষগণ সমাজ বা রাজ্য রক্ষার অগ্রণী হইয়া ক্ষত্রিয় নামে অভিহিত হন। তাঁহারা ক্ষৎ বা অনিষ্ট হইতে সমগ্র সমাজকে ত্রাণ বা রক্ষা করিতেন। কায়িক পরিশ্রমে অপরাঙ্মুখ অপর পুরুষদিগকে শস্য উৎপাদন ও বাণিজ্যের জন্য নিয়োগ করা হয়। আর পরাজিত অনার্য্য আদিম অধিবাসীদিগকে এই তিন শ্রেণীর সেবায় নিযুক্ত করিয়া তাহাদের শূদ্র আখ্যা দেওয়া হয়। * এই প্রথম তিন শ্রেণীর অবাধে মিলিয়া মিশিয়া তাহাদের সমাজ ও রাজ্য রক্ষার জন্য পরস্পর সহানুভূতি ও সাহায্য অব্যাহত রাখিবার জন্য এই আড়ম্বর পূর্ণ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানের প্রয়োজন হইত। আদি আর্য্যেরা শীত প্রধান পার্ব্বত্য দেশে

---

* ১। পুরুষ সূক্ত—যে পুরুষ হইল, তাহার মুখ, বাহু, উরু ও পদ কি প্রকার কল্পিত হইয়াছিল ? উঃ—উহার মুখ ব্রাহ্মণ, বাহু ক্ষত্রিয়, উরু, বৈশ্যরূপ ছিল। পদদ্বয় হইতে শূদ্র জন্মিয়াছিল। মূল (ঋ, ১০, ৯০, ১২)

২। অপশ্যন্তস্ততে সর্ব্বে বিশেষমধিকং ততঃ। স্থাপনং চক্রির তত্র চাতুর্ব্বর্ণস্য সঙ্গতং॥ (রা, উ, টী, ১৪) ত্রেতাযুগে তপস্বী ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ দেখিয়া মনু প্রভৃতি ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকগণ সর্ব্বসম্মত বর্ণাশ্রমাচার ব্যবস্থা করিলেন। (তর্করত্ন কৃত বঙ্গানুবাদ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাস কালে সর্ব্বপ্রকার আহার যোগ্য মাংসাহার করিতেন। বিশেষতঃ যাঁহারা যোদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন তাঁহাদের পক্ষে এই মাংসাহারও একান্ত প্রয়োজনীয় বোধ হইল। সদ্য নিঃসৃত দেহরক্ত দেখিলে যাহাদের প্রাণ শিহরিয়া উঠে বা সেই হত প্রাণীর করুণ আর্ত্তনাদে যাহাদের হৃদয়ে করুণাসঞ্চার হয় তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে অরাতিবধ করিতে পরাঙ্মুখ হয় ইহা সর্ব্বত্রই পরীক্ষিত সত্য। অথচ সমাজ ও রাজ্য রক্ষার জন্য বর্ত্তমান কালের ন্যায় তৎকালেও যুদ্ধ অনিবার্য্য ছিল। যুদ্ধকার্য্যে কুশল হইতে হইলে কিছু পশু মনোবৃত্তিরও প্রাবল্য থাকা চাই। পশু মাংস ভক্ষণে ইহার সহায়তা করে। তাই প্রকাশ্য যজ্ঞক্ষেত্রে যূপকাষ্ঠে পশু বন্ধন করিয়া তাহাদিগকে অগ্নি দেবতার নিকট উৎসর্গ করিয়া বৈধ উপায়ে বলিদান দিয়া সেই মাংসে সকলের ভোজনতৃপ্তি সাধিত হইত। আবার অবসর ক্রমে ক্ষত্রিয়গণ মৃগয়া দ্বারা তাঁহাদের শস্ত্রচালনে কুশলতা অব্যাহত রাখিয়া যে নানারূপ ভক্ষ্য মৃগ হত করিতেন তাহার মাংস সকলে একত্র হইয়া বিপুল উল্লাসের সহিত ভোজন করিতেন। বর্ত্তমানকালে সেরূপ পশু বলিদানসহ যজ্ঞাচরণ না থাকিলেও রাজপুত ক্ষত্রিয়গণ বাৎসরিক আহেরিয়া উৎসবে সেই প্রথা প্রচলিত রাখিয়াছেন। তাঁহারা বিবাহকালে সেই অগ্নি দেবতার হোম উদ্‌যাপন করিয়া তাঁহাকেই সেই স্বামী-স্ত্রীর অভেদ্য বন্ধনের সাক্ষ্য করেন। বাঙ্গালার বিবাহের পরদিন কুশণ্ডিকাও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে এবং দেবদেবী পূজায় শ্রাদ্ধাদিতে আচরিত হোমাচরণে সেই আদি অগ্নিপূজার ধারা অব্যাহত রাখিয়াছে। একবার কায়ক্লেশে উৎপন্ন অগ্নি রক্ষার্থ গৃহযজ্ঞের অনুষ্ঠানে অগ্নি সঞ্জীবিত রাখা হইত। পঞ্চনদের উর্ব্বরা ভূমিতে শস্য উৎপাদন সুগম দেখিয়া তাঁহারা কৃষিকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। তাহার জন্য গোজাতি রক্ষার প্রয়োজন হইল। গরুর দুগ্ধে শিশুপালন। তাহা হইতে প্রস্তুত ঘৃতে যজ্ঞের হবির প্রয়োজন। গরুর গোবরে গৃহ ও প্রাঙ্গন লেপন। শুষ্ক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোময়ে অগ্নি প্রজ্জ্বালন ও তৎসাহায্যে রন্ধন, গো দ্বারা হলকর্ষণ। সুতরাং গোধনই তখন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধন হইল। সুতরাং সর্ব্বতোভাবে গো জাতির রক্ষণ অবশ্য কর্ত্তব্য। অন্যপক্ষে যোদ্ধজাতির সাহস ও পশুর মনোবল রক্ষার জন্য যজ্ঞে গোবধ নিষিদ্ধ হইয়া গব্যেতর অন্য মেষাদি বলির ব্যবস্থা হইল। কোনও কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন, গ্রীষ্মপ্রধান দেশে গোমাংস ভক্ষণে আর্য্যজাতিগণ আমাশয় রোগে পীড়িত ও ক্লিষ্ট হইয়া গোমাংস আহার পরিত্যাগ করেন। চরক সংহিতায় এই বিষয়েরই উল্লেখ আছে।

ত্রেতাযুগে ক্রমে ব্যভিচার ও নিরীহ পশুর রক্ত-প্লাবন-দুষ্ট এই যজ্ঞ স্রোতে বাধা দিতে কোন মহাপুরুষ ব্যর্থ প্রয়াস করিয়াছিলেন? সেই বৈদিক যুগে যখন এক শ্রেণীর সংসারাসক্ত ঋষিসমাজ, রাজনৈতিক কারণে ও নিজেদের স্বচ্ছন্দ ভরণপোষণের উদ্দেশ্যে এই যজ্ঞাচরণের বিধি বিধান করিতেছিলেন, তখন সমসাময়িক অন্য ঋষিসমাজ ঐহিক সংসার ভোগে বিতৃষ্ণ হইয়া অরণ্যে নির্জ্জন বাসে যোগাচরণে, আত্ম-নিয়োগ করিলেন। তাঁহাদের বীতস্পৃহ অন্তর্মুখী মন জগতের কারণ ও তাহার সৃষ্টির সন্ধান পাইলেন। শিষ্য পরম্পরায় শ্রুতিরূপে তাহাই জ্ঞান মার্গ নামে কথিত হইল। তাঁহাদেরই একজন মহর্ষি কপিলের যোগ সাধনায় স্বীয় জন্মজাত জ্ঞানের স্ফুরণে উপলব্ধি হইল, যে আত্মা বা পুরুষই জগৎ কারণ আর তাঁহারই প্রথম কৃতি বা কার্য্য তাঁহাতেই নিহিত অব্যক্ত প্রকৃতির সূক্ষ্ম ব্যক্তাবস্থা। সেই ক্রমব্যক্তি বা বিকার সপ্তধা এই সংখ্যাও গণনা করিলেন।* এইরূপে সাংখ্য দর্শনের উৎপত্তি হইল। শিষ্যপরম্পরায় সেই জ্ঞান মহর্ষি বাল্মীকির অধিগম্য হইল।

* গ্রন্থকারের আধ্যাত্মতত্ত্ব কৌমুদী গ্রন্থে সাংখ্য শাস্ত্রের বিস্তৃত আলোচনা আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজ্ঞক্ষেত্রের যূপকাষ্ঠবদ্ধ নিরীহ মূক পশুর করুণ আর্ত্তনাদ তাঁহার মর্ম্মে আঘাত করায় যে করুণার বীজ তাঁহার হৃদয়ে নিহিত বা উপ্ত হইয়াছিল, তাহাই অঙ্কুরিত হইল আবার সেই ক্রৌঞ্চীর করুণ আর্ত্তনাদে—যেন স্তিমিত অগ্নির স্ফুরণ হইল তাঁহার বাক্যের সাহায্যে "মা নিষাদ" ইত্যাদি শ্লোকে। তাহার ফলেই করুণারসাশ্রিত আদি মহাকাব্য প্রসূত হইল তাহার অতুলনীয় শ্লোকাবলীতে।

বাল্মীকি—নিজমুখে স্বীকৃত প্রচেতা বা বরুণের দশম পুত্র * সাংখ্য-যোগাচার্য্য বাল্মীকি তৎপ্রণীত রামায়ণের উপক্রমে বলিয়াছেন যে তিনি ব্রহ্মা কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া রামচরিত্রে তাঁর জ্ঞানমতে যে সকল রহস্য তাঁহার বিদিত হইয়াছে, তাহাও ইহাতে অন্তর্নিবিষ্ট করিবেন। সেই রহস্য রামের বিষ্ণু অবতারত্ব প্রতিষ্ঠা। কি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ? যজ্ঞে পশুবধ নিবারণ সঙ্কল্পে এবং কি উপায়ে তাহা সাধিত হইতে পারে। যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয় রাজগণ, তথা জনসমাজকে সমঝাইয়া দিলেন যে যজ্ঞক্ষেত্রে শূন্যাকাশে দেবতাগণ আবির্ভূত হইয়া নিজ নিজ হবির ভাগ গ্রহণ করেন এবং তাহাতে তৃপ্ত হইয়া তাঁহারা যজমানকে স্বর্গসুখ ভোগের অধিকার প্রদান করেন। সুতরাং একমাত্র যজ্ঞাচরণই স্বর্গপথ সুগম করিয়া দেয়। যদি এই যজ্ঞাচরণ কেবলমাত্র হব্যাদি দানেই সীমাবদ্ধ থাকিত তাহা হইলে ইহাতে কাহারও মর্ম্মবেদনার কারণ সঞ্জাত হইত না। কিন্তু ইহা ক্রমে নিরীহ পশুরক্তের প্লাবনে বীভৎস আকারে পরিণত হওয়াতেই কোন কোন ঋষি সমাজে ইহার বিরুদ্ধে বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশ হইতে লাগিল।

সেই বিপ্লবের অগ্রণীই মহর্ষি বাল্মীকি। তিনি এই উপাসনার ধারা

---

* অধ্যাত্ম রামায়ণ ও তাহারই অনুসরণে কবি কৃত্তিবাস স্বকপোলকল্পিত বাল্মীকির জন্ম বিবরণে যে ব্রাহ্মণ রত্নাকর দস্যুর অবতারণা করিয়াছেন তাহা বা বাল্মীকির নিজ উক্তি বিশ্বাস্য ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্যপথে প্রবর্ত্তিত করিতে চেষ্টিত হইলেন। ক্রমে বৈদিক যুগেই ত্রিপদে বিচক্রমকারী বিষ্ণুরও কল্পিত আবির্ভাব হইল। সমসাময়িক পৌরাণিক ঋষিগণ আবার সেই বিষ্ণুকেও হবির্ভাগী যজ্ঞেশ্বরে পরিণত করিলেন। ইহাতে যজ্ঞব্যতিরিক্ত বিষ্ণুর উপাসনার বিস্তারে ব্যাঘাত জন্মাইল। উপাসনা করিতে হইলে সেই উপাস্যের কোন প্রকৃত মূর্ত্তি বা প্রতীকের কল্পনা করিতে না পারিলে, উপাসনায় মনঃসংযোগ দুরূহ হয়। স্বর্গীয় বা বৈকুণ্ঠবাসী বিষ্ণু দৃষ্টির অগম্য। কল্পিত বিষ্ণুমূর্ত্তিতে সকলের আস্থা নাও স্থাপিত হইতে পারে। মনুষ্য, শ্রেষ্ঠ মনুষ্যকে পূজা, ভক্তি করে, কেননা তাহাকে সাক্ষাতে দেখিতে পাইয়া তাহাকে তাহাদের প্রার্থনাদি জানাইলে তাহা সিদ্ধ হইবার সম্ভব মনে করে। তাই মহর্ষি বাল্মীকি সেই অজ্ঞাত বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার ঘটাইবার জন্য বিষ্ণুর রামরূপ নরাবতারে আবির্ভাবের রহস্য প্রকাশ করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল এইবারে জনসমাজ এই নররূপে অবতীর্ণ বিষ্ণুর সাক্ষাৎকার পাইয়া তাঁহারই উপাসনাতে আত্ম-নিয়োগ করিলে ক্রমে যজ্ঞাচরণ পথাবলম্বন হইতে বিরত হইবে ও পশুবধও নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু তাঁহার সেই আশা তাঁহার জীবিতকালে কি পূর্ণ হইয়াছিল? অধিকাংশ লোক তাঁহার বিষ্ণু অবতার রামকে আদর্শ প্রজারঞ্জক মহাপুরুষ রাজারূপেই তাঁহার গুণমুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাহাদের শ্রদ্ধাঅর্ঘ্যদানেই সন্তুষ্ট হইল। "রামরাজ্য"ই ইহার সাক্ষ্য দেয়। রামের বিষ্ণু অবতারত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত না হওয়াতে যজ্ঞের স্রোত অবারিতভাবে পরবর্ত্তী দ্বাপর যুগেও প্রবাহিত হইল। বাল্মীকির মনস্কামনা সিদ্ধ হইল না।

ব্যাসদেব—তখন দ্বাপরের শেষভাগে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে আর এক মহাপুরুষের আবির্ভাব হইল, যিনি বশিষ্ঠ বংশীয় পরাশর পুত্র ঐতিহাসিক মহাকাব্য মহাভারত এবং ব্রহ্মসূত্রের রচয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস। তিনি বাল্মীকির পদাঙ্ক অনুসরণেই দ্বাপরের মহামানব সর্ব্ববেদ বিদ্যাবিদ্ যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মুখেই যুদ্ধক্ষেত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধবিমুখ তৎশিষ্য ও সখা অর্জ্জুনকে উপদেশচ্ছলে, সর্ব্বদর্শনের সার সংগ্রহ সপ্তশতী গীতা শ্লোকাবলী উদ্গীরিত করিলেন। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের পরম পুরুষত্বের প্রতিষ্ঠার সহিত নিজেরও আত্মপ্রকাশ করিলেন—যেমন বাল্মীকি তাঁহার রামায়ণে রামকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার সাধনা ও আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন।* ব্যাসদেব কিন্তু মার্কণ্ডেয় কর্তৃক রামোপাখ্যান কথন কালে, রামের বিষ্ণু অবতারত্ব সম্বন্ধে মহাভারতে কোনও উল্লেখ করেন নাই। তিনি হরিবংশ পর্ব্বে বলিয়াছেন যে অযোধ্যায় রামের রাজত্বকালে যদুবংশীয় রাজা ভীম বর্ত্তমান ছিলেন। ভীম হইতে অধস্তন ষষ্ঠ পুরুষ বসুদেব, ব্যাসের সময়ে যদুবংশীয় দ্বারকাধিপতি ছিলেন এবং বাসুদেব নামে খ্যাত শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই পুত্র। ত্রেতার শেষ হইতে দ্বাপরের শেষ পর্য্যন্ত অন্তরালকাল প্রায় ন্যূনাধিক ৩০০ বৎসর গণনা করা যাইতে পারে। কিন্তু ব্যাসদেবের নররূপে অবতীর্ণ নারায়ণ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও উপাসনা বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিল না। তিনি ইচ্ছা করিয়া কৃষ্ণের শৈশবে ও কৈশোরে গোকুলে গোপকুলে লালিতপালিত ও বর্দ্ধিত হইবার বৃত্তান্ত প্রকাশ করিতে বিরত হইয়া তাঁহাকে রঙ্গমঞ্চের মধ্যস্থলের ন্যায়, সর্ব্বগুণ ও বিদ্যাবিশারদ যুবক কৃষ্ণরূপে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় অবতীর্ণ করাইয়া তাঁহার আত্মীয়বর্গ পাণ্ডব ও সাধারণের সহিত পরিচিত করিয়াছিলেন। সমস্ত ক্ষত্রিয় সমাজ ও সাধারণ জনসমাজের অধিকাংশই তাঁহার ঈশত্ব স্বীকার করে নাই। রাজা যুধিষ্ঠিরের রাজত্বের শেষ পর্য্যন্তও তাহা সম্ভব হয় নাই। সুতরাং তাঁহার (বেদব্যাসের) বিষ্ণু উপাসনা প্রচলন দ্বারা যজ্ঞস্রোত ব্যাহত করিবার চেষ্টাও একরূপ ব্যর্থই হইয়াছিল। মহাভারতের সমসাময়িক তথাকথিত ব্যাস রচিত হরিবংশ পর্ব্ব, বিষ্ণুপুরাণ,

* পাঠক আমার কৃত "রামায়ণবোধ বা বাল্মীকির আত্মপ্রকাশ" গ্রন্থ পড়িলে এ বিষয়ে বিশদভাবে জানিতে পারিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদি পুরাণসমূহই ইহার জন্য দায়ী। এইসব পুরাণে যে আদিরসাত্মক কবিতায় কৃষ্ণের বাল্য ও কৈশোরলীলা অবিশ্বাস্য ও অলৌকিক ঘটনাবলীর সহিত বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে আধ্যাত্মিক রহস্যের গূঢ়তত্ত্ব থাকিলেও তাহা সাধারণের বোধগম্য হয় নাই। তাঁহার পরম পুরুষস্বরূপ গ্রহণ করিতে তাহারা অধিকারী হয় নাই। সুতরাং ক্ষত্রিয় ও জনসমাজে সেই পূর্ব্বের ন্যায় যজ্ঞস্রোত অব্যাহতভাবে পরবর্ত্তী বহুকাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইল। যজ্ঞকেন্দ্র হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মের বাহ্যিক আবর্ত্তনচক্র শুধু একদিকেই চালিত হইতে লাগিল। আত্মজ্ঞ বৈদিক ও ঔপনিষদিক ঋষিদিগের আত্মজ্ঞানরূপ কেন্দ্র হইতে উত্থিত বিপরীতপথগামী আবর্ত্তন তাহার সহিত সমতাল রাখিতে বা তাহাকে পরাজিত করিতে পারিল না। ব্যাসের বেদান্তসূত্র ও ভগবদ্গীতার প্রভাব জল বুদ্বুদের ন্যায় সেই প্রবল যজ্ঞস্রোতে ভাসিয়া অন্তর্হিত হইল।

মার্কণ্ডেয়—এই সন্ধিক্ষণে ঋষি মার্কণ্ডেয় তাঁহার শক্তি বা চণ্ডী-মাহাত্ম্যরূপ অসি উদ্যত করিয়া রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি কি প্রেরণায় এই কার্য্যে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন তাহা তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত আলোচনায় প্রকটিত হইবে। নৃসিংহপুরাণ ও পদ্মপুরাণে তাঁহার জন্মবৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায়। প্রথমটীরই অনুসরণ এখানে করা হইল—ভৃগুর পুত্র মৃকণ্ডু। মৃকণ্ডু-পুত্র মার্কণ্ডেয় যখন জন্মগ্রহণ করিলেন তখন দৈববাণী হইল এই পুত্র দ্বাদশবর্ষে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মার্কণ্ডেয় ইহা জানিতে পারিয়া বনে গমন করিয়া কঠোর তপস্যাচরণে ব্রতী হইলেন। "তিনি বিশুদ্ধ অন্তরাত্মা হইয়া হৃদয়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম নিবিষ্ট করিলেন। স্বস্তিক আসন বদ্ধ হইয়া প্রাণসংযম করিলেন। ওঁকার উচ্চারণ করিয়া হৃদিপদ্ম বিকাশ করিলেন ও তন্মধ্যে রবি সোম অগ্নি মণ্ডলগুলি যথাক্রমে কল্পনা করিয়া তাহার মধ্যে সনাতন হরির পীঠ স্থাপন করিলেন। পীতাম্বরধারী, শঙ্খচক্র গদাধর, ব্রহ্মরূপ হরিকে মনোমধ্যে

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদীরণ করিয়া তাহার ধ্যানে দেবদেব জগৎপতিতে তাঁহার মন সংলগ্ন হইল। এইরূপে অবস্থিতিকালে তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে যমদূতগণ তাঁহাকে যমালয়ে লইবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে উদ্যত হইলে বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া তাহাদিগকে হত করিল। পরে স্বয়ং মৃত্যুরাজ যম উপস্থিত হইলে বিষ্ণুদূতগণ তাহাকেও ভীতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। তখন তাঁহার উপর তুষ্ট হইয়া দেবদেব জনার্দ্দন তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কর্ণে স্তোত্রমন্ত্র প্রদান করিলেন। তাঁহার নিজমনভাবিত স্তোত্র দ্বারা বিষ্ণুর উপাসনা করিলেন। তখন বিষ্ণুদূতগণ কর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া যমরাজ মৃত্যু পলায়নপর হইলে মার্কণ্ডেয় মৃত্যু জয় করিয়া মৃত্যুঞ্জয় হইলেন।" ব্যাসদেব বলিলেন—

"হৃদ্‌পদমধ্যে পুরুষং পুরাণং নারায়ণং শাশ্বতমাদিদেবং
সঞ্চিন্ত্য সূর্য্যাদপি রাজমানো মৃত্যুং স যোগী জিতবাংস্তদৈব॥"

যে এই মন্ত্রটী সহ একাগ্রমনে হৃদ্‌পদ্মমধ্যে শাশ্বত, আদিদেব পুরাণ পুরুষ নারায়ণকে ধ্যান করে সেই যোগী সূর্য্য অপেক্ষাও দীপ্যমান হইয়া মৃত্যুকেও জয় করে। মার্কণ্ডেয়ের সাধনার সূত্র পাওয়া গেল এবং ইহা যে তাঁহার উত্তরাধিকার সূত্রে পূর্ব্বপুরুষ ভৃগু ঋষি হইতে তাঁহাতে সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সেই সাধনার সূত্র অন্বেষণ জন্য সংক্ষেপে ভৃগু চরিত্র দেওয়ার প্রয়োজন হইল। ভৃগু—তৈত্তীরিয় উপনিষদে তাঁহাকে বরুণ পুত্র বলা হইয়াছে এবং সেই উপাখ্যানে তাঁহার পিতা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া তাঁহার সাধনার ধারা ক্রমও বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার সিদ্ধিতে তিনি নিজকে অহং ব্রহ্মাস্মি বলিতেও সাহসী হইয়াছেন। বৈদিক যুগে ইনিই প্রথম অগ্নিপূজা প্রচলন করিয়াছিলেন। পুরাণে কথিত আছে ইনিই বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত করিয়াছিলেন যার জন্য বিষ্ণুর বক্ষকে "ভৃগুপদলাঞ্ছিত" বলিয়া বর্ণনা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের দক্ষযজ্ঞ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃত্তান্তে ইনিই দেবাদিদেব মহাদেব শিবের কুৎসিত ভর্ৎসনায় মুখর হইয়া, বিষ্ণুকেই প্রধান যজ্ঞেশ্বরের পদে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। সুতরাং এতগুলি পরস্পর বিসম্বাদি বৃত্তান্ত হইতে তাঁহার স্বরূপ উদ্ধার করিতে হইলে ইহাদের মধ্যে কোন উপাখ্যানটীতে আস্থা স্থাপন করা যাইতে পারে? ভৃগু শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থে—"ভৃক্ জ্বালা তয়া সহোৎপন্ন" ইতি উঃ। "স তু ব্রহ্মণস্ত্বচো জাতঃ"। মহাভারতে তাহার এই নাম নিরুক্তি আছে। তিনি জ্বালা সহিত ব্রহ্মের ত্বক হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ব্রহ্মের কল্পিত ত্বক ব্রহ্মকে আবরণ করিয়া অপ্রত্যক্ষ করিয়া রাখে। আবরণ দৃশ্য; ব্রহ্ম অদৃশ্য। তমোরূপ তুচ্ছ আবরণে আভু (আ সমন্তাৎ ভূ বিদ্যমান) ব্রহ্ম অপিহিত আবৃত ছিলেন। পরে স্বীয় মহিমায় একং অদ্বিতীয়রূপে সেই আবরণ উন্মোচন করিয়া স্বপ্রকাশ হইলেন। বৃ ধাতু আবরণে। বরুণ—যাহা অন্য কিছুকে আবৃত করিয়া রাখে। সুতরাং ব্রহ্মের ত্বকই বরুণ। ত্বকাবৃত দেহেরই পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাই ভৃগু বরুণ পুত্র। তিনি অগ্নির জ্বলন সহ জন্মিয়াছিলেন। মনুষ্য দেহে জন্মিয়া তিনি বাহ্য অগ্নিরই পূজা প্রথমে করিয়াছিলেন। তাই উপনিষদে অব্যক্ত ব্রহ্মের পুত্র বা ব্যক্ত বরুণের পুত্র বলিয়া তাঁহাকে অভিহিত করা হইয়াছে। তিনি পরে সহজাত অগ্নিকে অন্তর্মুখী মনের সাহায্যে সাধনা দ্বারা অন্তরাগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত করিয়াছিলেন।

যজ্ঞশালার আধিভৌতিক অগ্নি সাধকের আধ্যাত্মিক অগ্নি বা আত্মজ্যোতির দ্যোতক বা প্রতীক। ঋগ্বেদ সংহিতা হইতেও প্রাচীন নিবিদ্ নামক গ্রন্থে অগ্নিকে দিব্যজ্যোতি স্বরূপ অনেক শ্লোকে বলা হইয়াছে। বাহুল্য জন্য তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল না। সেই দিব্যজ্যোতি অন্তরাগ্নির স্বরূপ পরে বলা হইবে। এই অন্তরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াই তিনি ব্রহ্মস্বরূপ বা নিজস্বরূপ সিদ্ধ হইয়াছিলেন। এই অগ্নি হিরণ্য বা হেম বা পীতবর্ণ। ইহাই বেদে হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ। প্রকারান্তরে ইহাও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলা যাইতে পারে, আদিম ঋষিদের জন্মবৃত্তান্তের কোন ঐতিহ্য না থাকাতে তাঁহাদের পিতৃপুরুষের উদ্দেশ না পাওয়া যাওয়াতে তাহা যেন অন্ধকারাবৃত (obscure pedigree) তাই তাঁহাকে বরুণের পুত্র বলা হইয়াছে। বাল্মীকি, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য প্রভৃতি মহান্ মহান্ ঋষিও বরুণপুত্র বলিয়া এই পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। তাহারা যেন সকলেই স্বনামধন্য ভুঁইফোড় মহাপুরুষ স্বীয় মেধাবলে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। স্বর্গীয় অপ্সরা উর্ব্বশীর উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত মিত্র ও বরুণের রেত কুম্ভে পতিত হইয়া কুম্ভযোনি অগস্ত্যের জন্ম ও ভূমিতে পতিত অংশ হইতে বশিষ্ঠের জন্ম। বাল্মীকি নিজেকে প্রচেতা বরুণের পুত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন; কিন্তু বাল্মীকি সম্বন্ধে এরূপ কোন উপাখ্যান পাওয়া যায় না।

ঘৃতাচি অপ্সরার দর্শনে ভরদ্বাজ ঋষির স্খলিত ও দ্রোণিতে এবং শরবনে নিক্ষিপ্ত রেতঃ হইতে দ্রোণের ও কৃপাচার্য্যের জন্মের কথা মহাভারতে আছে। দ্রোণ বা দ্রোণি অর্থে কুম্ভ বা বৈদিক গৃহ—যাহা কুম্ভের ন্যায়ই একদ্বারী। স্ত্রীলোকের জরায়ুও কুম্ভাকৃতি। যাস্কের নিরুক্তে "অহর্বৈমিত্র রাত্রি বরুণ।" দিবাই মিত্র রাত্রি বরুণ। প্রত্যূষে অরুণোদয়ে বিদায়প্রাপ্ত রাত্রির অন্ধকার (বৃ—আবরণে যেন বরুণই) ও সমাগত দিবা যেন দুই উরুর ন্যায় এক সন্ধিস্থল হইতে দুইদিকে বিস্তৃত হয়। এই সন্ধিস্থলই উর্ব্বশী। স্ত্রীলোকের জননেন্দ্রিয় এই উরুদ্বয়ের বশেই থাকে, তাই উরুদ্বয়ের বশীভূত সন্ধিস্থলই উর্ব্বশী আর তাহার কুম্ভাকৃতি জরায়ুই কুম্ভ বা দ্রোণ। উর্ব্বশী ও ঘৃতাচি পুরাণের কল্পিত স্বর্গের বারাঙ্গনা রূপান্তরে মানবদেহী হইলে মানুষের গোচরীভূত হইত। বিশ্বামিত্রের মেনকা অপ্সরাও এই পর্য্যায়ভুক্ত। মহাভারতকার এবং পুরাণকার এই মহাপুরুষ ঋষিদিগের প্রকৃতির নিয়মবিরুদ্ধ দৈবাৎ জন্ম, অর্থাৎ তাঁহাদের অজ্ঞাত পিতামাতা বা কোনও পূর্ব্বপুরুষের কোনও ইতিবৃত্তের অভাবেই, তাঁহাদের এই দৈবজন্ম দেবতা ও অপ্সরীতে আরোপ করিয়া তাঁহাদের গৌরব আরও বৃদ্ধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন। রামায়ণে পুরাণ কথাচ্ছলে অগস্ত্য ও বশিষ্ঠের জন্ম—মিত্র ও বরুণের স্খলিত কুম্ভে ও ভূমিতলে পতিত রেতঃ হইতে হইয়াছিল। উর্ব্বশী মিত্রের আহ্বানে যাইলে বরুণও তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে আহ্বান করেন। এই সন্ধিস্থলেই তাহাদের রেতঃ স্খলিত হয়। এই রূপকের প্রাকৃতিক ও সহজবোধ্য রহস্য সমাধানের ঈঙ্গিতই উপরে দেওয়া হইল। বাল্মীকির সীতার জন্মও ভূমি হইতে হইয়াছিল। ইহাতে তিনি কোনও দৈবের সহায়তা গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারই অনুসরণে ব্যাসদেবের যাজ্ঞসেনী হোমাগ্নি হইতে উদ্ভূত হইল। ইহাকেও অতিক্রম করিয়া নগ্না ঘৃতাচি দর্শনে তাঁহার স্খলিত রেতঃ তাঁহার হস্তস্থিত অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠে ঘর্ষিত হইয়া অজিন পরিহিত কমণ্ডলু হস্তে শুকদেবের জন্ম দিল। তাঁহার নিজের আভিজাত্য গৌরবও অক্ষুণ্ণ রহিল—পত্নীর উদ্দেশে শ্যেনপক্ষী মুখে প্রেরিত ও তন্মুখ নিক্ষিপ্ত ক্ষত্রিয় রাজার স্খলিত রেতঃ মৎস্যের উদরস্থ হইয়া মানবী মৎস্যগন্ধার উদ্ভবে—ধীবরকন্যা কালীর সত্যবতী রূপ পরিণতিতে।

সমাধি বা অহং ব্রহ্মাস্মি—উপরে বর্ণিত ভৃগুর এই সাধনক্রম পর্য্যালোচনায় ইহাই অনুমিত হয় যে ভৃগু প্রথমে বাহ্যাগ্নির উপাসনা করেন। পরে অন্য ঋষিসমাজে বিষ্ণুর কল্পনা হইলে তিনি তাহা যেন অগ্রাহ্য করিলেন। ইহাই পুরাণে বিষ্ণুর বক্ষে তাঁহার পদাঘাতের উপমা। * তিনি তখন অন্তর্মুখী হইয়া যোগবলে যেন অন্তরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াই পীতবর্ণ হিরণ্যজ্যোতির্ভাসিত আত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

---

* কোন কোনও ঋষিসমাজ বাহ্য দৃষ্টিতে সৃষ্টি কর্ত্তার বিরাট বিশ্বরূপে প্রকাশ অনুমান করিয়াছিলেন যথা—ইদং বিষ্ণুর্বিচক্রমে, ত্রেধা নিদধে পদং ইত্যাদি (ঋ, ১০, ১২২) সূক্তগুলি যাহাতে বিষ্ণুর প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বাহুল্য জন্য সমস্ত উদ্ধৃত হইল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহাই বেদের সর্ব্বাগ্রে সমবর্ত্তিত হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ (এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হইবে।) এই হিরণ্যগর্ভ—জ্যোতি-মণ্ডলের অনন্ত বিস্তৃত রূপই আত্মার বিরাট রূপ। ইহা যোগীরই আত্মার বিরাট রূপ দর্শন। পরে এই বিরাট রূপের অন্তর্ধ্যানেই যোগীর সমাধি ও নির্ব্বিকার শ্রুতির 'নেতি' বিশেষিত ব্রহ্মে লীন প্রাপ্তি ব্রহ্মভাবাপন্ন অবস্থা—অর্থাৎ যে অজ্ঞাত অধি বা আধার হইতে উদ্ভূতি তাহারই সহিত সমতা প্রাপ্তি-সম+অধি। ইহাই বাল্মীকির আরাম বা রাম অবস্থা অর্থাৎ "যস্মিন্ রমন্তে মুনয়ো বিদ্যয়া জ্ঞানবিপ্লবে। তং গুরু প্রাহ রাম রমণাদ্রাম ইত্যপি।" পরাবিদ্যা ও বুদ্ধিদ্বারা প্রাপ্ত জ্ঞানেরও লয়ে মুনিগণ যে অবস্থায় স্থিত হইয়া পরম আরামে থাকেন সেই অবস্থাই রাম নামে অভিহিত। সাধনা বলে ভৃগু ও বাল্মীকির এই অবস্থার উপলব্ধি হইয়াছিল। তাই তাঁহারা এবং ব্যাসদেব-ও কপিল, আসুরীয় পঞ্চশিখ প্রভৃতি সাংখ্যযোগাচার্য্য প্রভৃতি মহর্ষির সহিত এক পর্য্যায়ভূক্ত হইয়া নমিত (পূজিত) হইয়া থাকেন।

ধর্ম্মচক্রের বিপরীত দিকে আবর্ত্তন—পিতামহের শেষ জীবনে লব্ধ এই হিরণ্যগর্ভের স্বরূপজ্ঞানই বালক পৌত্রে সঞ্চারিত হইয়া মার্কণ্ডেয়কে যোগ অভ্যাসে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তাই তিনি যোগাসনে বসিয়া ইন্দ্রিয়-গ্রাম সংযমে মনের একাগ্রতা সাধনে সমর্থ হইয়াছিলেন। ক্রমে তিনিও সেই হিরণ্যজ্যোতির উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং তাহাই পুরাণে পীতাম্বর বা হিরণ্যজ্যোতির্ভাসিত বিষ্ণুর প্রতীক কল্পিত হইয়াছে। পরে তিনি এই হিরণ্যজ্যোতির প্রতীক, বেদের হিরণ্যগর্ভ সমস্ত ভূতের একমাত্র পতিকেই বিশ্বসৃষ্টির কারণ রূপে প্রণিধান করিয়া তাঁহাকেই বিশ্বকর্ত্তারূপে প্রকাশ করিলেন তাঁহার চণ্ডী মাহাত্ম্যে। (ইহার প্রমাণ চণ্ডীর উপক্রমে দেখা যাইবে) তাঁহার এই উদ্যমের হেতু কি? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার তথাকথিত মহাভারতোক্ত রামোপাখ্যানে, রামের বিষ্ণুঅবতারত্বের কোন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উল্লেখ করেন নাই। কেন? যখন তিনি দেখিলেন বাল্মীকির রামের বিষ্ণুঅবতারত্ব ও তাহার উপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত হইল না এবং তজ্জন্য তাঁহার যজ্ঞে পশুবধ রোধ চেষ্টাও বিফল হইল, এবং তাহারই পন্থানুসরণে ব্যাস-দেবেরও তদ্‌বৎ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও উপাসনা প্রচলন স্থায়ী হইল না, তখন তিনি নিজে যাহা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন তাহাই প্রকাশ করিলেন সম্ভবতঃ ব্যাসদেবের এবং তাঁহার নিজের শেষ জীবনে। উভয়েই দীর্ঘায়ু ছিলেন। বোধ হয় বৈদিক ঋষির স্তোত্রে প্রার্থিত শত অথবা ষোড়শাধিক শত শারদ অর্থাৎ বৎসর আয়ু তাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীচণ্ডী আরম্ভ—উপাখ্যানের উদ্দেশ্য, বক্তা ও শ্রোতা

মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের চণ্ডীর বক্তা ঋষি মেধস। রাজ্যভ্রষ্ট দুর্দ্দশাগ্রস্ত রাজা সুরথ ও অপহৃতসর্ব্বস্ব ধনী বৈশ্য সমাধি দীনবেশে ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে নিজ নিজ দুর্দ্দশার অবস্থা নিবেদন করিয়া তাহার প্রতিকারের উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন এই ঋষি এই চণ্ডী মাহাত্ম্যের উপাখ্যান তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। ইহা আদ্যোপান্ত শুনিয়া তাঁহারা উভয়ে গঙ্গাতীরে যাইয়া দেবীর মৃণ্ময়ী প্রতিমা নির্ম্মাণ করতঃ ষোড়োশোপচারে পূজা ও আরাধনা করিয়া, শেষে নিজ নিজ বক্ষরক্ত বলিদানে দেবীর তৃপ্তি সাধন করিলেন। তখন দেবী আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করিলেন। রাজা সুরথ "ধনং দেহি, বলং দেহি, যশো দেহি, দ্বিষো জহি" স্তোত্রে বল, ধন, রাজ্য, যশমান, ও শত্রু নিপাত কামনা করিয়া দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন। সুতরাং দেবীর নিকট সেই বর প্রার্থনা করিলেন এবং তাহা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ সেই সমস্তই পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে বৈশ্য দেবীসূক্ত পাঠে দেবীর আরাধনা করিয়া তাঁহাকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি তদনুযায়ী বর প্রার্থনা করিলে, দেবী তাঁহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞান দানে দেবীসূক্তোক্ত অবস্থা অর্থাৎ আত্মার বিরাটত্ব উপলব্ধি করাইয়া অন্তে তাঁহাকে সমাধির স্বাদ গ্রহণেও অধিকারী করিলেন।

এই উপাখ্যানের একটি গূঢ় তাৎপর্য্য অনুমান করা যাইতে পারে। যিনি স্থূ-দেহ ধারণের অধিকারী তিনি স্বভাবতঃ দেহের সুখভোগ ও তাহার রক্ষণেই সর্ব্বদা তৃপ্ত থাকেন। সুতরাং তাহার ব্যত্যয় হইলে তিনি নিজেকে ঘোর দুর্দ্দশাপন্ন মনে করিয়া অশান্ত মনে পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্তির জন্য সর্ব্বদাই যে ব্যাকুল হইবেন ইহা তো স্বভাবসিদ্ধ সত্য। তিনি ঐহিক সুখভোগের জন্যই চিরলালায়িত থাকিবেন ইহাও তেমনি সত্য। এই ইহকালসর্ব্বস্ব ভোগীর নিকট পরকালের জন্য কোনও চিন্তার অবসরও থাকে না। এই রাজা সুরথের অবস্থা তাহারই উপমিত দৃষ্টান্ত। পক্ষান্তরে পরকালে যে ইহকালের কৃত কর্ম্মঅকর্ম্মজনিত তদনুযায়ী একটা ফলভোগ আছে, তাহারও দৃষ্টান্ত এই সমাধি বৈশ্যের অবস্থান্তর প্রাপ্তির দৃষ্টান্তে দেখান হইয়াছে। সমাধি বৈশ্য ঐহিক সুখভোগ হইতে বিচ্যুত হইয়া তাহার অসারত্ব উপলব্ধি করিয়া তাহাতে বরং বীতরাগ হইয়াছিলেন। তাই তিনি আর তাহার পুনঃ প্রাপ্তির কামনা না করিয়া পারলৌকিক শান্তির জন্য দেবীসূক্তোক্ত যে অবস্থা তাহাই প্রাপ্তি-মানসে দেবীর আরাধনা করিয়াছিলেন এবং দেবীর বরে সেই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার 'সমাধি' নামের সার্থকতাও সাধন করিয়াছিলেন। মেধস মেধার প্রতীক। মেধার সাহায্যে ঐহিক পারলৌকিক উভয়বিধ শান্তি অধিকারী ভেদে প্রাপ্তি হয়, তাই চণ্ডী উপাখ্যানের প্রারম্ভেই ঋষি মার্কণ্ডেয় সেই দেবীসূক্তের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু তৎপূর্ব্বে তিনি দেবীচণ্ডীর স্বরূপ প্রদর্শন করাইয়া যে শ্লোকে দেবীর ভজনা করিয়াছেন তাহাই দেবীর বৈদিকস্বরূপ। অতঃপর সেই দুইটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া ও তাহার ব্যাখ্যাসহ চণ্ডীতত্ত্ব আরব্ধ হইল। ঋগ্বেদে অম্ভৃণঋষি দুহিতা পরমাত্মাভূত দেবী বাঙ্ময়ীর আপ্তবাণী চণ্ডীর দেবীসূক্ত।

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীচণ্ডীর প্রারম্ভে ভূমিকা স্বরূপ যে দুইটী শ্লোক সন্নিবেশিত হইয়াছে তাহার প্রথমটীর বৈদিক আলোকে যুক্তিসম্মত বেদের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলেই তাবৎ গ্রন্থের বিষয়বস্তুরও উপলব্ধি সুগম হইবে। মার্কণ্ডেয় বলিলেন—

"ওঁ মধ্যে সুধাব্ধি মনিমণ্ডপরত্নবেদী সিংহাসন পরিগতাং-
পরিপীতবর্ণাং।
পীতাম্বরাং কণকভূষণমাল্যশোভাং দেবীং ভজামি
ধৃতমুদ্গরবৈরিজিহ্বাং॥"

ওঁ—পাতঞ্জলি বলিলেন—"ক্লেশকর্ম্ম বিপাকাশয়ারপরামিষ্ট পুরুষ বিশেষ" যাঁহাকে ক্লেশ, কর্ম্ম, বিপাকাশয় প্রভৃতি স্পর্শ করিতে পারে না তিনিই ঈশ্বর বিশেষ। * তাঁহারই প্রণিধান জন্য বাচক সংজ্ঞা প্রণব—ওঁ। উপনিষদ মতে এই ওঁ=অ+উ+ম্ জীবের জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতক। জীব আত্মাধিষ্ঠিত সেন্দ্রিয় দেহ। আত্মাশূন্য শবাকার দেহের এই তিন অবস্থা নাই; কেননা মন প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় আত্মার চিৎশক্তিতেই প্রচেতিত হইয়া বাক্যাদি তাবৎ কার্য্য সম্পন্ন করে। আত্মার অন্তর্ধানের সহিত তাহার চিৎশক্তিও অন্তর্হিত হয়। তাহা হইলে এই তিন অবস্থা আত্মার অধিষ্ঠানেই সম্ভব হয়। এই তিন অবস্থা দেহেই প্রকাশ হয়। সুতরাং দেহই ত্রিপুর। এই ত্রিপুর সংজ্ঞক দেহের লয়েই আত্মা স্বাধীন বা তুরীয় বা চতুর্থ অবস্থা বা স্বীয় স্বরূপে স্থিত হয়। তাই পুরাণে তাঁহাকে ত্রিপুরারি 'হর' বলা হইয়াছে অর্থাৎ তিনি এই ত্রিপুরকে হরণ করিয়াই 'হর' বা 'হরি' রূপে নিজস্বপদে স্থিত হন। হৃ ধাতু হইতে এই দুই পদ সিদ্ধ হইয়াছে। পুরাণে এই অ-উ-ম্‌কে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এই তিন সগুণ দেবতার সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে। এই তিন দেবতা

* "ঈশ্বর প্রণিধানেন বা"

CC0: In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্গুণ পরমাত্মা বা উপনিষদের নির্গুণ ব্রহ্মের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহার এই তিন কার্য্য পৃথকরূপে সাধন জন্য তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন শক্তি প্রকাশের তিন রূপে সগুণ অবস্থার দ্যোতক। পাতঞ্জলির ঈশ্বরে সর্ব্বজ্ঞতা গুণ আরোপিত হইয়াছে, তাই তিনিও সগুণ এবং এক। এক না হইলে সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারে না। অ-উ-ম্ সংজ্ঞক তিন দেবতা পৃথক পৃথক ভাবে নিজ নিজ কার্য্যের বিষয়েই জ্ঞাত অর্থাৎ পারস্পরিক সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ বিষয়েই অভিজ্ঞ এবং সেই সেই বিষয়ে শক্তি সমাবেশেই গুণী। তাহাদের পরস্পরে অভিন্ন অবস্থায় অর্থাৎ ত্রিশক্তির একত্র মিলন অবস্থাই পাতঞ্জলির এক সগুণ ঈশ্বর—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের অভেদ অবস্থায় একীকরণ। এই একীকরণেই সর্ব্বজ্ঞতা সম্ভব। জ্ঞানের মূলীভূত কারণও শক্তি। শক্তিহীন মৃতদেহে মন, বুদ্ধি ও তজ্জনিত জ্ঞানের উদ্রেক হয় কি? পাতঞ্জলির ঈশ্বরে এই শক্তির অধিষ্ঠানেই তাঁহার ঈশত্ব বা মহিমা। আর তিন শক্তির একত্র মিলন অবস্থার দ্যোতক সংজ্ঞাই—অ+উ+ম্=ওঁ।

প্রণব—ইহাকে প্রণব বলা হইল কেন? প্র+নব—প্রথমেই নূতন। মাতৃগর্ভ হইতে সদ্যঃপ্রসূত মৃতকল্প শিশু রোদন করিতেছে না। সে সত্যই মৃত কি জীবিত জানিতে হইলে ধাত্রী বা চিকিৎসক তাহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করে। পর পর শীতল ও গরমজলে তাহাকে অবগাহন করায়। তাহাতেও সে না কাঁদিলে, তাহার মুখে ফুঁ দিয়া বায়ু প্রবেশ করাইতে হয়। প্রকৃত জীবিত থাকিলে এই প্রক্রিয়াতে প্রথমেই সে 'উঁ-য়া' শব্দে কাঁদিয়া প্রথম শ্বাস ত্যাগ করে। তখন ধীরে ধীরে তাহার জীবনীশক্তি প্রকাশিত হয়। যেন তাহার মৃতকল্প সুপ্ত আত্মাই এতক্ষণ পরে জাগরিত হইয়া সেই শিশুদেহে তাঁহার অস্তিত্ব, তাহারই বাগেন্দ্রিয় ও বাগ্‌যন্ত্র সাহায্যে, প্রকাশ করিলেন উঁয়া—আমি আছি আছি। এই সদ্যোজাত শিশুর মুখ হইতেই আত্মার স্বীয় অস্তিত্বের প্রথম নবভাবে প্রকাশই প্রণব সংজ্ঞা। নিশ্বাসে পূরক বায়ুর সহিত একটানে ভিতরদিকে পর পর অ—উ—ম্ উচ্চারণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলে, এই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির ন্যায় একটা ক্ষণিক অবস্থার অনুভূতি আসে। এই পূরকবায়ুর বক্ষাভ্যন্তরে স্থিরভাবে কিছুক্ষণ স্থিতিকালে, ওঁ—ওঁ—ওঁএর ন্যায় একটা শব্দ যেন বক্ষাভ্যন্তর হইতে উত্থিত হইয়া শ্রুত হয় বা অনুভূত হয়। এই অ+উ+ম্‌ই বিপরীতভাবে ম্‌+উ+আ (উয়া) রূপ শব্দই শিশুর প্রথম ক্রন্দনরূপে নির্গত হয়। প্রবেশ কালের স * নির্গতকালে 'অহং'।

"ইন্দ্রিয়ানামধিষ্ঠাত্রী ভূতানাঞ্চাখিলেষু বা।
ভূতেষু সততং তস্যৈ ব্যাপ্তিদেব্যৈ নমো নমঃ॥
চিতিরূপেণ যা কৃৎস্নমেতদ্ব্যাপ্যস্থিতা জগৎ।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ॥"

তাই চণ্ডীর স্তোত্রে বলা হইতেছে—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী তথা সকল ভূতজাত পদার্থে যিনি তদ্রূপে ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত আছেন, যিনি চিতি চিৎশক্তিরূপে সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছেন তাঁহাকে আমাদের কোটি কোটি প্রণাম.

উমা—এই উয়া শব্দের জন্যই গর্ভধারিণী জননীর 'মা' ডাকের উৎপত্তি আর এই সূত্র অবলম্বনেই যেন উপনিষদের উমার আবির্ভাব। দেবতারা অসুর বিজয় করিয়া জয়োল্লাসে মত্ত। এমন সময়ে কিম্ভূতকিমাকার এক যক্ষ আকাশে আবির্ভূত হইল। দেবতারা এই অভূতপূর্ব্ব পদার্থটী কি জানিবার জন্য যিনি জন্ম হইতেই সমস্ত বিষয় জ্ঞাত সেই জাতবেদা অগ্নিকে তাঁহার পরিচয় লইবার জন্য পাঠাইলেন। তখন যক্ষ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল "তুমি কে?" অগ্নি বলিলেন "আমি সর্ব্বদহনক্ষম অগ্নি।" তখন যক্ষ তাঁহাকে একটী শুষ্ক তৃণ দিয়া বলিলেন "এইটী দহন করিয়া তোমার

* "অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা।" আমি বায়ুর ন্যায় প্রবহমান হইয়া বিশ্বভুবন ভরণ করিয়া আছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তির পরিচয় দাও।" অগ্নি তাহা জালাইতে পারিলেন না। বিমুখ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। তখন বায়ু প্রেরিত হইলে, যক্ষ পূর্ব্ববৎ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন "আমিই সর্ব্ববিশ্বের শ্বাসপ্রশ্বাসের কর্ত্তা, মাতরিশ্বা এবং ইচ্ছা করিলে প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে এই বিশ্ব উড়াইয়া ধ্বংস করিতে পারি।" তখন যক্ষ তাঁহাকে সেই তৃণটী দিয়া তাহা উড়াইতে বলিলে, বায়ু তাহা নড়াইতেও পারিলেন না। তখন দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রকে প্রেরণ করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া যক্ষ অপস্থত হইলে, ইন্দ্র সেই আকাশে "স্ত্রীরূপা হৈমবতী বহুশোভমানা উমা"কে দেখিতে পাইলেন। ইন্দ্রকে দেখিয়া উমা বলিলেন—"কেমন! তোমাদের সকলের শক্তির পরীক্ষা পাইলে কি? তোমরা যে অসুর জয় করিয়াছ, তাহা তোমাদের দেহস্থিত ব্রহ্মের শক্তিতেই করিয়াছ। তিনি তাহাই সমাহরণ করিয়া তোমাদের আত্মগর্ব্ব ক্ষুণ্ণ করিলেন।" এই ইন্দ্র পরে ব্রহ্মার উপদেশে, সাধনা করিয়া ৯৬ বৎসরে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন এইরূপ উপনিষদের উপাখ্যানে আছে।

উমা শব্দের ব্যুৎপত্তি অর্থ—উং পরমেশ্বরং মাতি মিমেতি বা। যাহা দ্বারা পরমেশ্বরকে অনুমান বা মাপ করা যায়। নির্গুণ পরমেশ্বর অমননীয়, অমাপ্য। কোন পদার্থ তাহার গুণ দ্বারাই মননীয় বা মাপ্য হইতে পারে। শূন্য অমননীয়, ব্রহ্ম অরূপ, অবর্ণ, অশব্দ, অননুভবনীয় ইত্যাদি সর্ব্বথা 'না' রূপে বিশেষিত। শবও সেইরূপ অগ্রাহ্য অমননীয়, কিন্তু তাহাতে শক্তির সঞ্চার হইলেই জীব বিশেষ বলিয়া বিশেষিত হয়। সুতরাং এই শক্তিই তাহার মাপক সংখ্যা। এতগুলি স্বরবর্ণ থাকিতে উ কেই বা কেন পরমেশ্বরের সংজ্ঞা দেওয়া হইল? কোন বিষয়ে স্বপ্নাবিষ্টের ন্যায় নিষ্ক্রিয় তন্ময়চিত্ত ব্যক্তিকে একটা সামান্য চিমটি কাটিলেই সে উঃ শব্দে তাহার অনুভূতি প্রকাশ করে। কিন্তু শবে তরবারি আঘাত করিলেও তাহা হইতে সেরূপ কোন শব্দ নির্গত হয় না। এই উ শব্দেই তাহাতে আত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিষ্ঠান সংজ্ঞাত হয়। তাই 'উ'ই যেন পরমেশ্বরের সংজ্ঞা এবং তাঁহার শক্তির দ্যোতক। এই উমা হৈমবতী। আচার্য্য শঙ্কর ইহার দুই অর্থ করিয়াছেন। হেমবৎ অর্থাৎ হেমবর্ণা এবং হিমবৎ বা হিমবান্ কোনও কিছুর দুহিতা। হিমবান্=ভারতের হিমবান্ পর্ব্বত হিমালয়। তাই ভারতেরই উমা পার্ব্বতী—পুরাণে হিমালয়নন্দিনী গৌরী (গৌরবর্ণা)। পর্ব্বত—পর্ব্বতি পূরয়তীতি বা যাহা পূরণ করে। যাহা সমস্ত পদার্থকে নিজের মধ্যে পুরিয়া এক পরিপূর্ণ অবস্থায় মৃত্যুর ন্যায় হিমাবস্থাপন্ন অচল হিমাচল পর্ব্বত তুল্য স্থিত। এতগুলি বিশেষণ এক পরমেশ্বরেরই আছে তাই তিনি পূর্ণ। সেই পর্ব্বতরূপ পরমেশ্বরেরই শক্তির দ্যোতক রূপ সংজ্ঞাই, যেন শক্তির প্রতীক রূপেই, দেবশক্তির পরীক্ষা করিতেই, উমারূপে প্রকাশিত হইয়া আবার সেই শক্তিমান্ ব্রহ্মেই অন্তর্হিত হইয়াছিলেন।

পাতঞ্জলি বলিলেন, এই প্রণব ওঁ মন্ত্র জপ করিয়া তাহার বাচ্য ঈশ্বরের প্রণিধান করতঃ যোগাভ্যাস করিতে হইবে। মুখে হাজার বার ওঁ মন্ত্র উচ্চারণ করিবার পর কি ঈশ্বর প্রণিধান হইল? টিয়া পাখীর ন্যায় ধ্যেয় ঈশ্বরের কোনরূপ অনুমান না করিতে পারিয়া (মন সেই সময়ে কখনও ফাঁকতালে "বাজারও" করে কিনা) এই জপের ফলও টিয়ার ফলপ্রাপ্তির ন্যায়ই হয়। সুতরাং এই ওঁ উচ্চারণও যোগ্য গুরুর উপদেশ মতেই করিতে হইবে। তাহা হইলেই তাহার অ-উ-ম্‌র তিন অবস্থা প্রকট হইবে এবং শ্রুতিবাক্যও প্রমাণিত হইবে। স্বরবর্ণের প্রথম অক্ষর 'অ' জাগ্রত অবস্থারই দ্যোতক। জাগ্রত অবস্থাতে কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া কোনও সামান্য আঘাতপ্রাপ্ত হইলেই অঃ অঃ স্বতঃই মুখে উচ্চারিত হয়। আবার নিদ্রিত ব্যক্তিকে পুনঃ পুনঃ সজোরে আঘাত করিলেও সে অঃ অঃ শব্দেই তাহার জাগরণের সূচনা জ্ঞাপন করে। স্বপ্নাবস্থাতে মন যেমন কোন স্মৃত বিষয়ের নানারূপ প্রকৃত ও বিকৃত অবস্থা দর্শন করে, তেমনি কোন বিষয় বা তাহার স্মৃতির অবলম্বনে তন্ময় হইলেও সেই অবস্থা প্রাপ্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। তখন চিমটির ন্যায় সামান্য বেদনা পাইলেও উঃ শব্দ স্বতঃই নির্গত হয়। জাগ্রত অবস্থা হইতে নিদ্রার আবির্ভাবের সন্ধিকালে একটা ম্-ম্-ম্ শব্দের মৃদু ঝঙ্কার অনেকেরই অনুভূত হয়। তাই জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থার দ্যোতক অ-উ-ম্। নিশ্বাসের সহিত অ-উ একটানে উচ্চারণ করিয়া তাহাকে ভিতরের দিকে টানিয়া তৎপরে সেইভাবে পরে ম্ উচ্চারণ করিলে মস্তিষ্কের ও মনের ক্রম ভাবান্তর হয়। 'অ' উচ্চারণের জাগ্রত ভাব 'উ'র সময় অনেকটা ক্ষীণ হয় ও পরে 'ম্'র সময় যেন একটু তন্দ্রাবেশের ভাব হয়। এইরূপ করিবার সময় অর্দ্ধ-মুদ্রিত চক্ষে মানস দৃষ্টিকে এবং তৎসহিত মনকে অন্তর্মুখী করিয়া ধ্যেয় বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

মার্কণ্ডেয়ের সেই ধ্যেয় বিষয় 'পীতাম্বর' অর্থাৎ হেম বা হিরণ্যবর্ণ কোন জ্যোতির বিকাশ। বাল্মীকির তাহাই কৌষেয় পীতবর্ণ রেশমী-বসনাবৃতা সীতা—যিনি বাহ্য অগ্নি হইতে হিরণ্যবর্ণের দীপ্ত মূর্ত্তিতে উত্থিতা হইয়াছিলেন, অগস্ত্যের তাহাই হেম বজ্র বিভূষিত ধনু যাহা রামকে প্রদান করিয়া বলিয়াছিলেন তোমার এই সীতা বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চলা সুতরাং ইহাতে রত থাকিয়া ইঁহাকে প্রীত রাখিও। বশিষ্ঠের তাহাই হেমবর্ণ ব্রহ্মদণ্ড যাহার প্রভাবে বিশ্বামিত্র পরাজিত হইয়াছিলেন। ভৃগুর তাহাই প্রজ্জ্বলিত হিরণ্যাভ অন্তরাগ্নি। ভরদ্বাজের তাহাই অন্তরস্থ হিরণ্যাভ্য—দীপ্ত 'অগ্নি গৃহ', যেখানে প্রবেশ করিয়া তিনি নিজ শক্তিবলে অরণ্য মধ্যে এক রাত্রির মধ্যে সচমূ ভরতকে স্বর্ণাট্টালিকায় বাস করাইয়া চর্ব্ব্য চূষ্য লেহ্য পেয় ভোজনে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ইহাই উপনিষদের 'হিরণ্য কোষাবদ্ধ' পরম পুরুষ *। এই হিরণ্য কোষে বা গর্ভে তাবৎ বিশ্বের সৃষ্টির কারণ

* হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজঃ ব্রহ্ম নিষ্কলম্। তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তং যদাত্মবিদো বিদুঃ॥ হিরণ্ময় কোষে বিরজ নিষ্কল, শুভ্রং সমস্ত জ্যোতির জ্যোতিকে আত্মবিদেরা জানেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তি নিহিত আছে এবং তাহা হইতে ইহা বিবিধভাবে বিচ্ছুরিত হইয়া বিচিত্র পদার্থ সমন্বিত বিশ্বের প্রকাশ করে।

এই দেবীই বেদের হিরণ্যগর্ভ—যিনি পরিপীতবর্ণা, পীতাম্বরা, পীত বা কণক (হিরণ্য) বর্ণ ভূষণালঙ্কৃতা কণক (হেমবর্ণ) মাল্যে বিভূষিতা সর্ব্বথা হিরণ্যবর্ণা দেবী। তিনি বৈরি জিহ্বা আকর্ষণ করিয়া তাহাকে মুদ্গরাঘাত করিতেছেন। অর্থাৎ সেই বৈরির দেহ রূপ আধার হইতে নির্গত যে জিহ্বা নিঃসৃত রস বা লালা-স্রাবে তম সৃষ্টি করিয়া তাঁহার হিরণ্যাভাকে বা শক্তিকে ম্লান করিবার চেষ্টায় যে বৈরভাবের সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে তাহাকে অর্থাৎ সেই আধার রূপ কুম্ভকে মুদ্গরাঘাতে চূর্ণ করিতেছেন। (এই বৈরীর স্বরূপ পরে বিস্তারিতভাবে দেখান হইয়াছে) এই দেবীও নিজে একটী আধার হইতে উত্থিতা হইয়াছেন—সুধাব্ধি মধ্য হইতে উত্থিত মণিমণ্ডপ বেদীতে স্থাপিত সিংহাসন পরিগতাং। সুধা= অমৃত। জীবের জন্ম হইলেই মৃত্যু যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কু। আর সর্ব্বাপেক্ষা সু অমৃতত্ব। এই অমৃতত্ব যাহাতে সঞ্চিত সেই সিন্ধুরূপ অমৃতত্ব দানের কর্ত্তৃ পরমাত্মা। তিনি স্বচ্ছ স্ফটিকের ন্যায় উজ্জ্বল কিন্তু বর্ণ বিহীন। সেই পরমাত্মারূপ সিন্ধুতে জাত মণিও স্বচ্ছ তাহা দ্বারা নির্ম্মিত বেদীও স্বচ্ছ হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল। কিন্তু সেই স্বচ্ছ বেদীটী পরিপূর্ণভাবে ওতপ্রোত-ভাবে অধিকার করিয়া যিনি পরিগতাং তিনি পরিপীত অর্থাৎ হিরণ্যবর্ণা। পরিগতাং হইয়া সেই স্বচ্ছ বেদী হইতে অন্য বর্ণান্তরে রঞ্জিত হইয়া তিনি প্রকাশিত। অন্যথা বেদী হইতে তাঁহার প্রভেদ নির্ণীত হইতে পারে না। এই হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ কি? বৈদিক ঋষি এই হিরণ্যগর্ভের অনুমান বাহ্যদৃষ্টিতে ও পরে সাধনাবলে অন্তর্দৃষ্টিতে অনুভব করিয়াছিলেন।

হিরণ্যগর্ভ

হিরণ্যগর্ভ—বৈদিক ঋষি-সমাজের ক্রমোন্নত মেধা স্ফুরণে সৃষ্টিতত্ত্বের রহস্য উদ্ঘাটনে তাঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনোনিবেশ হইল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা ইতঃপূর্ব্বে বলিলেন (১) অনাদিকাল হইতে এই বিশ্ব তমসাবৃত অবস্থায় ছিল এবং সেই তুচ্ছতমে আবৃত যিনি ছিলেন তিনি তপস্যা দ্বারা নিজ মহিমায় এক অদ্বিতীয় রূপে উদ্ভূত হইলেন। * (২) সেই অধি বা কারণে প্রথমতঃ মনের বীজ নিঃসৃত হইল। তাহাই আরম্ভে কাম (অর্থাৎ জগৎ সৃষ্টি করিবার প্রবৃত্তি বা শক্তি) হইল। যোগীরা নিজ হৃদয়ে নিরুদ্ধ বুদ্ধি বা বিবেকের সাহায্যে জানিতে পারিলেন ইহাই সৎ ব্রহ্মের অসতের অর্থাৎ অসৎ অব্যক্ত প্রকৃতি জাত নশ্বর বিশ্বের সহিত বন্ধনের হেতুভূত সম্বন্ধ বা কারণ। (৩) "এই বিসর্গ অর্থাৎ বিস্তার কোথা হইতে বা কাহা হইতে আসিল—ইহা অপেক্ষা অধিক এখানে কে বলিবে? দেবতারাও এই সৃষ্টির বিসর্গের পর হইল। আবার ইহা যেখান হইতে নিঃসৃত হইল তাহাই বা কে জানিবে"? (ঐ) (৪) এই বিসর্গ বা সৃষ্টি বিস্তার যেখান হইতে আসিয়াছে কিম্বা সৃষ্ট হইয়াছে বা হয় নাই তাহা পরম আকাশে অবস্থিত এই জগতের যে অধ্যক্ষ তিনিই জানেন, কিম্বা না জানিতে পারেন। কে বলিবে? † ইঁহারা 'হত ইতিগজ' করিয়া তাঁহাদের মেধা বলে এই পর্য্যন্ত স্থির করিয়াই তাঁহাদের গবেষণা শেষ করিলেন। তখন আসিলেন অন্য ঋষি সমাজ। তাঁহাদের মেধার বিকাশ হইল অন্যরূপে—

তাঁহারা বাহ্যদৃষ্টিতে সৃষ্টির দৈনিক প্রকাশ ও অন্তর্ধানের কারণ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনুমান করিলেন—যেহেতু রাত্রির ঘোর তম বা অন্ধকারে ও প্রাণী জগতের নীরবতায় ও স্ব স্ব নিদ্রায় যেন এই জগতের অস্তিত্বের অনুভূতি থাকে না সুতরাং তাহা তমসাবৃত লীন অবস্থাতেই থাকে (পূর্ব্ব ঋষির সিদ্ধান্ত); অরুণোদয়ের সহিত হিরণ্যবর্ণে ভাসিত সূর্য্যের আবির্ভাবে তাহার ঈষৎ তপ্ত কিরণমালার বিস্তৃতিতে ধীরে ধীরে সেই লীনবৎ জগৎ ক্রমে প্রকাশিত হয়। সুতরাং সেই তুচ্ছ তমাপিহিত সৃষ্টির আদিকারণ

---

* ইহার আদি বৈদিক সূক্ত ও ব্যাখ্যা পরে দেওয়া হইয়াছে। (দ্রষ্টব্য)
† মূল সূক্তগুলি (ঋ, ১০, ১২৯) দেখুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ (তাপ ও তপস্যা একই তপ ধাতু হইতে সাধিত) নিজ শক্তিতে সেই তমাবরণ হইতে 'জায়ত' হইয়া এই সৃষ্টি যেন প্রসব বা প্রকাশ করিলেন।* তাই সূর্য্যের আর এক নাম সবিতা (সু ধাতু প্রসবে-প্রসবেই জীবের প্রকাশ)। পূর্ব্ব ঋষিগণ কর্ত্তৃক তাহার আদিত্য, সবিতা নাম আরোপিত হইয়াছে। অখণ্ড অদিতি (ন+দিতি—যাহার দ্বিতীয় বা খণ্ড নাই) রূপ অনন্ত শূন্যে যেন অদিতির গর্ভ হইতেই উদ্ভূত ও তাহারই ক্রোড়ে বর্দ্ধিত হইয়া তাহাতেই লীন হইতেছে জন্য সূর্য্য আদিত্য। তাঁহারা (পূর্ব্ব ঋষিগণ) এই সূর্য্যের আরাধনা স্তোত্রে তাহার উপাসনা প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহারা (পশ্চাৎ ঋষি) অনুধাবন করিলেন—সবিতা প্রসবয়িতা নহেন, কেননা কোনও পদার্থ একইভাবে স্থিত থাকিয়া পুনঃ পুনঃ প্রসূত হইতে পারে না। সবিতা মাত্র তাহার দৈনন্দিন কার্য্যে ইহা প্রকাশ করে। সৃষ্টির আদি কারণ সেই সৃষ্ট পদার্থেই নিহিত আছে।

তখন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্থির করিলেন প্রাণিগণ যে শক্তিতে আহার বিহারাদি কার্য্য করে তাহাতো সূর্য্য প্রদত্ত নহে, তাহা সূর্য্যব্যতিরিক্ত অন্তর্নিহিত কোনও অজ্ঞাত শক্তিদ্বারা পরিচালিত হয়। আর তাহাই তাহাদের সৃষ্টির মূলীভূত কারণ। সুতরাং মানবই নিজ মার্জ্জিত বুদ্ধি ও মেধা সহকারে নিজ নিজ অন্তরে অন্তর্মুখী মনের সাহায্যে এই রহস্যের তথ্য পাইতে পারে। তাঁহারা মনকে বাহ্যেন্দ্রিয়ের প্রভাব হইতে সংযত করিয়া তাহাকে অন্তর্মুখী করিলেন অন্য কিছুর অন্বেষণে। নিরালম্ব মনের কোন বিষয়ে একাগ্রতা হয় না। তাঁহাদের অবলম্বনের লক্ষ্য হইল বক্ষঃস্থলে হৃদ্‌প্রদেশে যেখানে একটা হস্তস্পৃষ্ট আঘাতের অনুভূতি ও তজ্জনিত কর্ণশ্রুত একটি উস্—ধপ্ শব্দ—যেন একটী কর্ম্মকার-শালায় ভস্ত্রার (হাপর) ন্যায় কিছু কোন অজ্ঞাত কর্ম্মকারের হস্তে পরিচালিত হইতেছে। আর তাহারই প্রভাবে যে বায়ুপ্রবাহ উৎপন্ন হইতেছে

* "তম আসীৎ....ইত্যাদি" সূক্ত পরে দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতেই সেই স্থানে স্থাপিত কোন তাপপ্রদ অগ্নিতুল্য কারণ হইতে উত্তাপ সঞ্চালিত হইয়া সমস্ত দেহকে তাপদ্বারা জীবিত রাখিতেছে। আবার পরিচালন বন্ধ হইলে সেই অগ্নির নির্ব্বাণে সমস্ত দেহ শীতল হইয়া মৃত্যুদশা উপস্থিত হয়। সেই অগ্নিকে লক্ষ্য করিতে পারিলেই সেই অজ্ঞাত ভস্ত্রাধারীও তাঁহার আলোকে দৃষ্টিগোচর হইবে—যেমন অন্ধকার রাত্রিতে বিচ্ছুরিত আলোর অনুসরণ করিয়া সেই আলোর কারণ ও তদ্বাহীও ধরা পড়ে। মনকে সেই স্থানে একাগ্র বা তাহার সহিত যোগ সাধন করিতে হইবে। ইহাই যোগের প্রথম সূত্র। ঋষি এই যোগ ধ্যানে আসন করিলেন।

এইরূপে আসীন হইয়া মনকে সেইস্থানে বারে বারে একাগ্র বা স্থিত করিতে মনের বিক্ষেপের অন্তরাল কাল ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। সকলেই লক্ষ্য করিয়াছেন কোন বিষয়ে মনকে একাগ্র করিবার সময় শ্বাস রোধের অবস্থা হয়। সেই রুদ্ধশ্বাস বক্ষঃস্থলের অভ্যন্তরে একটী স্পন্দনের অনুভূতি সঞ্জাত করে আর তাহার সহিত একটা আভ্যন্তরিক তাপও অনুভূত হয়। এই তাপের উৎপত্তি ও তাহার অনুভূতিই 'তপস্যা'। পরে সেই তাপ হইতেই স্তিমিতপ্রভ পীতবর্ণের আলোর আভাস পরিলক্ষিত হয়। পরে রুদ্ধ বায়ুর প্রভাবে তাহাই প্রজ্জ্বলিত হিরণ্যবর্ণ অগ্নিরূপে বক্ষাভ্যন্তরে দৃষ্ট হয়। এবং তাহাই সমস্ত দেহকে বিভাসিত করিয়া ভৌতিক দেহকে তাহার অন্তর্ভূত করিয়া যেন দেহের বিলোপ সাধনই করে। ক্রমে স্থির বায়ু তথা কুম্ভক (যেন বক্ষ কুম্ভে স্থির বায়ু) অবস্থা হইলে সেই হিরণ্যাভ অগ্নি অনেকক্ষণ তাপসের মানস নয়নগোচর থাকিয়া বাহ্য বিষয়ের তথা দেহের জ্ঞান লোপ করিয়া রাখে। পরে সেই অগ্নি ক্রমে স্তিমিত হইতে আরম্ভ করিলে ক্রমে দেহজ্ঞান ও বাহ্যবস্তু বিষয়ে জ্ঞানের পুনরাবির্ভাব হয়। হিরণ্যাভ অগ্নিতে মনস্থির হইবার সময় কখনও কখনও বিদ্যুতের ন্যায় অপেক্ষাকৃত ক্ষণপ্রভ শুভ্রজ্যোতির বিকাশও সেই অগ্নি হইতে উত্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়। তখন মন সেই বিদ্যুজ্জ্যোতিতেই একাগ্র হইতে অভ্যাস করে। পরে তাহাকে স্থির সৌদামিনী রূপে মনের দৃষ্টিগোচর হয়। এই অবস্থায় স্থিত মন কোন্ মুহূর্ত্তে অজ্ঞাতসারে সেই সৌদামিনীর সহিত অন্তর্হিত হয়। সাধকের মনের পলায়নে তাহার কোন অনুভূতিও থাকে না এই অবস্থাই মনের নির্ব্বাণ বা বুদ্ধি মন শূন্যতাবস্থা—বুদ্ধের নির্ব্বাণ ও সর্ব্ব শূন্যতা, যোগীর সমাধি। কিন্তু এই অবস্থার স্মৃতি বহন করিবার আর কোনও করণ থাকে না। কেননা অনুভূতি ও স্মৃতি বহনের করণ মন বুদ্ধিই। তাই সমাধি অবস্থা অমননীয়, অননুভবনীয়, অনির্ব্বচণীয়, অলক্ষ্যনীয় ইত্যাদি। আর এই অবস্থাগুলিই ব্রহ্মের লক্ষণ সুতরাং সমাধিই ব্রহ্মস্থিতি। ব্রহ্ম অপরিণামী আদি মধ্যে অন্তহীন। সুতরাং স্বয়ং সৃষ্টির কারণ হইলেও সৃষ্টি কার্য্য নহেন, কারণ ও কার্য্য একই ধর্ম্মাবলম্বী। যেহেতু সৃষ্টির এই ত্রিবিধ পরিণাম আছে, এবং ক্ষণস্থায়ী হইলেও তত্তৎকালে তাহার সত্ত্বা প্রত্যক্ষ হয়। ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং সুতরাং অন্ততঃ সৃষ্টির স্থিতিকালে তিনি সৃষ্টি ব্যতিরিক্ত নহেন। আচার্য্য শঙ্কর বেদান্ত সূত্রের ভাষ্যে মায়াবাদে ইহার সমাধান (Solution) করিয়াছেন রজ্জুতে সর্প ভ্রমরূপে ক্ষণিক স্থিতি। সৃষ্টি ভ্রমাত্মক ব্যবহারিক অবস্থা। কিন্তু যে কপিলাদি ঋষিসমাজ যোগবলে, সাধনায় এই ব্রহ্মের স্থিতি রূপ পরিণতি প্রাপ্তিতে এই বেদান্তের জ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহারা তো নিজ নিজকে এই সৃষ্ট পদার্থের অন্তর্গত কোন সত্ত্বারূপে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহারা তো নিজকে অসৎ সর্পবৎ ভ্রমরূপে ধারণা করিয়া সেই সর্প রজ্জুরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন নাই। তাঁহারা প্রথমে দেহাত্মজ্ঞানেই এই সাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং শেষে দেহ হইতে আত্মার বিচ্যুতি ও তাহার কেবলত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

যেমন প্রথমে ব্রহ্মকে কেন্দ্র স্থির করিলে, সেই কেন্দ্রই ক্রমবিস্তৃত হইয়া বৃহৎ পরিধি বিশিষ্ট বৃত্তের সৃষ্টি করে; যেমন উর্ণনাভ (মাকড়সার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

spider)এর স্বীয় দেহ হইতে বিস্তৃত তন্তুজালের সত্ত্বা কিছুকাল পরিলক্ষিত হইলেও কালে তাহা দ্বারা গুন্ঠিত হইয়া অদৃশ্য হইলে বা ধ্বংস হইলেও সেই কারণ কেন্দ্ররূপ মাকড়সাটি বর্ত্তমান থাকে ; সেইরূপ ব্রহ্ম কারণ হইতে এই সৃষ্টির উদ্ভব ও পরিণতি। কিন্তু এই বিস্তৃত জালে আবৃত ও অদৃশ্য সেই জীবটী প্রথম দৃষ্টিগোচর হয় না। জালটীর অপসারণেই তাহা প্রত্যক্ষ হয়। তেমনি অদৃশ্য ব্রহ্মও তদ্বৎ, তাঁহা হইতেই বিসৃষ্ট সৃষ্টিবৃত্তটী লয় হইলেই, তাহার কেন্দ্ররূপে প্রতীয়মান হয়। আগে সেই জালরূপ বৃত্ত বা সৃষ্টরূপ ব্রহ্মাণ্ডের (অণ্ডও একরূপ বৃত্ত) সত্ত্বাই পরিলক্ষিত হয়। পরে সেইটী ক্রমে গুন্ঠিত হইলে তবে তদভ্যন্তরে লুক্কায়িত জীবস্বরূপ কেন্দ্রটী পরিদৃশ্যমান হয়। ঋষি সাধনায় সেই জালরূপ দেহ জ্ঞান লয় করিয়াই সেই কেন্দ্রটীর সন্ধান পাইয়াছিলেন। সেই কেন্দ্রটীই জীবের বৃহৎ রথ স্বরূপ দেহস্থিত তন্মধ্যবর্ত্তী আসীন রথী ক্ষুদ্র (বামন) আত্মা যাহার দর্শনে পুনর্জ্জন্ম বারিত হয়—"রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে"। আত্মা—অত-সাতত্যগতে। সাতত্যগতং নৈরন্তর্য্যেন ভ্রমণং প্রাপনঞ্চ। অতভি আত্মা। শুদ্ধ স্বচ্ছ রত্ন রূপ পরমাত্মা হইতে জ্যোতি (যেন ঝিকিমিকি) করিয়া শুভ্র বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিভাসিত হয়। তাহা ক্ষণপ্রভ কিন্তু তাহাই অন্য হেম বা অগ্নির বর্ণে প্রতিভাসিত হইলে স্থায়ীভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন হীরকের জ্যোতি দৃষ্টিগোচর হয় না যেন ঝিকিমিকি করে কিন্তু সুবর্ণের বর্ণ প্রতিভাত হয়। হিঃ + ঈরৎ (গতি) = হীরক। তাই ঋষির অন্তঃস্থলে-নিমগ্নমনে সেই আত্ম-সুপ্ত-জ্যোতি প্রথমে বিদ্যুতের ন্যায় প্রতিভাসিত হইল। পরে সেই বিদ্যুতই যেমন কোন স্থানে পতিত হইয়া ইন্ধন সাহায্যে অগ্নিরূপে প্রজ্জ্বলিত হয় (যেমন গাছের উপর পড়িলে গাছ জ্বলিয়া উঠে), তেমনি পঞ্চভূতের আদিমূল সূক্ষ্ম কারণ সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, গুণরূপ মূল শক্তিরূপ ইন্ধন সহযোগে সেই শুদ্ধ আত্মাই প্রথমে বিদ্যুৎরূপে গতিশীল হইয়া প্রকাশিত ও পরে হিরণ্যাভ অগ্নিরূপে প্রতিভাসিত হয়। বিদ্যুতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শক্তিই ইন্ধন সংযোগে অন্ডরূপে রূপান্তরিত হইয়া হিরণ্য (হিঃ + অণ্ড)। * তাহার এই ইন্ধন ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। সেই তিন গুণ হইতেই বিশ্বের আদিমূল পঞ্চভূতের উৎপত্তি। ঋষি এই পর্য্যায়ক্রম উপলব্ধি করিয়াই বলিলেন—

"হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্যজাত পতিরেক আসীৎ।
স দাধার পৃথিবীমূতদ্যাম্ কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥"

হিরণ্যগর্ভই সমস্ত ভূতজাত পদার্থের একমাত্র পতি বা কারণ রূপে সর্ব্বাগ্রে উদ্ভূত হইয়াছেন। তিনিই স্বর্গ মর্ত্ত্য ধারণ করিয়া আছেন। সুতরাং সমস্ত দেবতাই যখন তাঁহারই অন্তর্গত তখন আর কোন্ দেবতাকে হবি দানে তুষ্ট করিব। সেই হিরণ্যরূপ শক্তির গর্ভে বা অন্তরেই স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালের সমস্ত সৃষ্টির শক্তি নিহিত আছে। তাই তিনি সমস্ত প্রজারূপ সৃষ্ট পদার্থের কারণরূপ—ব্রহ্মেরই যেন সগুণরূপ ব্রহ্মা—পুরাণের হিরণ্য-বর্ণের দ্যুতিতে প্রভাসিত সৃষ্টিকর্ত্তা প্রজাপতি পিতামহ। পুরাণশাস্ত্রে তিনিই তাঁহার সৃষ্টিদক্ষ বা সৃষ্টিকুশল দক্ষিণহস্ত হইতে দক্ষের জন্ম দিলেন এবং সেই দক্ষই সৃষ্টি পরম্পরা ক্রমে যেন তাঁহার সৃষ্টিযজ্ঞে "জন্মনিব্রতে", †

* আপত্তি হইতে পারে হি ক্লীবলিঙ্গ জন্য তাহাতে বিসর্গ ঃ যোগ হইতে পারে না। কিন্তু যদি শক্তির দ্যোতক হয়, তাহা যেভাবে মুখ হইতে বিসর্গান্ত হয় তাহা হিঃ হিঃ শব্দের ন্যায়ই।

† "দক্ষস্যবাদিতে জন্মনিব্রতে রাজানা মিত্রা বরুণা বিবাসনি। অতূর্ত্ত-পন্থাঃ পুরুরথো অর্য্যমা সপ্তহোতা বিষুরূপেষুজন্মসু ॥" হে অদিতি সৃষ্টিকুশল দক্ষের বিবিধরূপ সৃষ্টির জন্মব্রতে সূর্য্য ও দিবারাত্রি (মিত্র বরুণ) প্রভৃতি দেবতাদিগকে তোমার অঙ্গনে বাস করাও। সৃষ্টিকার্য্যে সূর্য্যের তাপ, দিবার আলো ও রাত্রির অন্ধকারও প্রয়োজন। দক্ষ নিজ শক্তিগর্ব্বে মাত্র এই দেবতাদের সাহায্যেই সৃষ্টিসাধন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। শক্তি-মানকে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। (ঋ, ৬৪, ৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচিত্র স্থাবর জঙ্গম সমস্ত ভূতজাত পদার্থের সৃষ্টি করিলেন। "অদিতের্দ্দক্ষো-অজায়ত" আবার "অদিতিহ্যজনিষ্ট বা দুহিতা তব"। অদিতি হইতে দক্ষ জন্মিল, আবার দক্ষের কন্যা অদিতি। অদিতি হইতে বিবস্বান্। বিবস্বত্ হইতে মনু। মনু হইতে মানবজাতির সম্ভূতি। এই দক্ষে আদিকারণ ব্রহ্ম হইতে যে শক্তি নিহিত হইয়াছিল তাহাই গৌরী উমার প্রাগ্জন্মে সতী নামে তাহার কন্যা—যিনি সৎরূপ শক্তিমান্ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ বিদ্যমান-তার মূর্ত্তিমতী সংজ্ঞা সতীরূপে আবির্ভূতা হইয়া সেই ব্রহ্মরূপী শিবকে অবহেলাকারী তাঁহার মদগর্ব্বিত পিতাকে, শ্রৌত উমার ন্যায়, সেই আদি শক্তিমানের শক্তির পরিচয় দিতে যজ্ঞস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। বাচস্পতি মিশ্র সৎশব্দে সৎএর বিদ্যমানতার সংজ্ঞা দিয়াছেন। কালিদাসও সেই সৎশব্দেরই স্ত্রীলিঙ্গে সতী শব্দ ব্যবহার করিয়া বলিয়াছেন "সতী সতী যোগবিসৃষ্টদেহা, তাং জন্মনে শৈলবধূং প্রপেদে"। সতী যোগে দেহত্যাগিনী হইয়া, শৈলবধূর গর্ভে উমারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

এই শক্তিরূপী হিরণ্যগর্ভই শক্তিরূপিণী, রত্নসিংহাসনারূঢ়া গৌরবর্ণা দেবী। ঋষি তাঁহারই ভজনা করিয়া তাঁহারই মাহাত্ম্য চণ্ডীতে বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণে তিনি পশুসিংহবাহিনী দুর্গা। সেই স্বচ্ছ রত্নবেদী সিংহাসনই শ্বেতকায় সিংহ প্রতীকে পরিণত হইয়াছে। সিংহ—সিঞ্চতি-তেজঃ পশুষু। রত্নবেদীত ব্রহ্মতেজে সিঞ্চিত। মার্কণ্ডেয়ের দেবী সেই আসনে পরিগতা ব্রহ্মতেজে সিঞ্চিতা। পুরাণের দেবী পশুসিংহোপরি অধিষ্ঠিতা। প্রতিমাতে কিন্তু সিংহকে তাহার স্বাভাবিক পিঙ্গলবর্ণের পরিবর্ত্তে শুভ্রবর্ণে রঞ্জিত করাতে শুভ্র রত্নবেদীই উপলক্ষিত হয়।

দেবীসূক্ত

যোগীর উপলব্ধ হিরণ্যগর্ভই তাঁহার "সচ্চিদানন্দ শিবোঽহং" রূপে স্থিতির অনুভূতি, প্রকৃত আমিত্বের প্রকাশ। আচার্য্য শঙ্করও এই মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশ করিয়াছেন। শিব=শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য। শুতি (শী) অশুভং ইতি বা। যাহাতে অমৃতত্বরূপ পরিপূর্ণ কল্যাণ—"শান্তং শিবমদ্বৈতং তুরীয়ং চতুর্থং" (উপনিষদ)। সেই সৎ শাশ্বত সনাতন চিৎশক্তিরূপে আনন্দরূপে এক অদ্বিতীয় শিবরূপে সাধক দেহজ্ঞানের লোপে যখন নিজকে অনুভব করিলেন (বুদ্ধির সাহায্যেই অনুভব হয়) তখনই উপলব্ধি করিলেন "সচ্চিদানন্দ রূপ শিবোঽহং"। আর সেই রূপেরই বিরাট রূপ প্রাপ্তিতে যখন সমস্ত বিশ্ব তাহাতেই লীন হয় তখন তিনি সোঽহং জ্ঞানে এই দেবীসূক্তোক্ত অবস্থাপ্রাপ্ত হন। সেই অবস্থাই যেন বাঙ্ময় হইয়া তাঁহার মুখে বাক্যরূপে স্ফুরিত হয়। সেই বাক্যই দেবীসূক্ত নামে ব্যক্ত। তাই যেন বেদ-ব্রহ্মবাক্য-অপৌরুষেয়। সূক্তটী এই—

"অহং রুদ্রেভির্ব্বসুভিশ্চরাম্যহমাদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্ম্ম্যহমিন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥
অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্ম্যহং ত্বষ্ঠারমুত পূষণং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥
অহং রাষ্ট্রী সঙ্গমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যাবেশয়ন্তীম্॥
ময়া সোঽন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণীতি য ঈং শৃণোত্যুক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধিশ্রুতঃ শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥
অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং যং কাময়ে তন্তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তমৃষিং তং সুমেধাম্॥
অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যাবা পৃথিবী আবিবেশ॥
অহং সুবে পিতরমস্য মূর্দ্ধন্মম যোনিরপ্স্বন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠেভুবনানু বিশ্বোতামূং দ্যাং বর্ষ্মণোপস্পৃশামি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহমেব বাতইব প্রবাম্যারভমানা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈ তাবতী মহিমা সং বভুব ॥"

অর্থ—আমিই একাদশ রুদ্রে, অষ্টবসুতে, দ্বাদশ আদিত্যে * এবং সমস্ত বিশ্ব-দেবতাতে বিচরণ করিয়া ব্যাপ্ত আছি। আমিই ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনী কুমারদ্বয় আমি মিত্র ও বরুণ (যাস্কনিরুক্তে অহর্বৈমিত্র রাত্রি বরুণ) ধারণ করিয়া আছি। পৃষ্ঠ বা পেশিত সোম হইতে নির্গত রসে যে দেবতাদের তৃপ্তি হয় সেই সোম অথবা চন্দ্র তথা ত্বষ্টা, পূষণ ও ভগ আমিই ধারণ করিয়া আছি। আমি হবিযুক্ত শোভন সোমাভিষব দ্বারা যজ্ঞকারী যজমানের যজ্ঞফল ধারণ করি। আমার শক্তিতেই ভোক্তা অন্ন আহার করে, দর্শন করে, প্রাণনকার্য্য করে। ইদৃশ অন্তর্য্যামী রূপে আমাকে যে অমন্যমান বা জানে না সে উপেক্ষনীয় হীনজন। আমার সম্বন্ধে শ্রুত শ্রদ্ধাবান্ যাহারা আমি তাহাদিগকে এইরূপ বলিয়া থাকি। আমি দেবতা ও মনুষ্য কর্ত্তৃক সেবিত হইলে তাহাদিগকে অন্তর্য্যামীরূপে এইরূপ বলিয়া থাকি। যে যেরূপ কামনা করে আমি তাহাকে সেইরূপ উগ্র বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক করি; ব্রহ্মাকে স্রষ্টা করি, ঋষিকে অতীন্দ্রিয় দর্শনক্ষম করি, অন্যকে সুমেধাবান্ করি। আমি ব্রহ্মবিদ্বেষী অধর্ম্মাচারী শত্রুকে হনন করিবার জন্য রুদ্রের সংহার ধনুর গুণনমন করিয়া তাহাতে শক্তি প্রদান করি। স্বর্গ মর্ত্ত্যব্যাপী যে সংগ্রাম মনুষ্য ও দেবতাদের দ্বারা কৃত হয় তাহা

* বৃঃ আঃ উপনিষদ মতে যে মৃত্যুআদি একাদশ কারণে জীবকে রোদন করায় (রুদ ধাতু রোদনে) রুদ্র। যে অষ্ট বসতি স্থানে জল, স্থল, বায়ু ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি বাস করে—বসু। দ্বাদশ মাস রূপ আদিত্য সূর্য্যের দ্বাদশ স্থানে স্থিতির অবস্থাই—দ্বাদশ আদিত্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমাদ্বারাই সজ্ঘটিত হয়। আমি সর্ব্বশেষ পিতাদিগের * প্রসবয়িতা এবং তাহাদের শিরোপরিস্থিত। আমার যোনি সমুদ্রে জলের মধ্যে। আমি কারণভূত রূপে সমস্ত বিশ্বে ব্যাপ্ত থাকিয়া তাহাকে যেন স্পর্শ করিয়াই আছি। আমি বায়ুর মত সমস্ত বিশ্বভুবন ভরণ করিয়া ব্যাপ্ত আছি। স্বর্গ পৃথিবী আমারই মহিমা বা শক্তিতে সম্ভূত হইয়াছে।

এই অবস্থা (সচ্চিদানন্দরূপ) অনুভূতি বুদ্ধির দ্বারা হয় এবং ইহা কোন বিষয় অবলম্বনে মন ও বুদ্ধির তন্ময়তা বিশেষ জন্য ইহাকে বিকল্প সমাধি বলা হয়। ইহার পর মন বুদ্ধির লয়ে বা অন্তর্ধানে সুতরাং অবলম্বনের অনুভূতি-শূন্য অবস্থা আসিলে তাহাকেই নির্ব্বিকল্প সমাধি বা সমস্তই শূন্য অবস্থা বলা হয়। এই অবস্থাতে উপনীত হইবার সন্ধিকালে এবং তাহা হইতে ব্যুত্থান কালেই উক্ত বিরাটত্ব বাঙ্ময় হয়।

চণ্ডীর উপাখ্যান

মধুকৈটভ বধ—কল্পান্তে যখন জগতের একার্ণবীকৃত অবস্থায় বিষ্ণু শেষ অর্থাৎ অনন্ত অবস্থা আশ্রয়ে শয়ন করিয়া যোগনিদ্রা ভোগ করিতেছিলেন † তখন তাঁহার কর্ণমল হইতে মধুকৈটভ নামে যমজ দুই

* পিতরং সায়নভাষ্যে আকাশ, যেহেতু তৈঃ উপ-নিষদে—"তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মনো আকাশ সম্ভূত....ইত্যাদি।" সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু এবং ক্রম পর্য্যায়ে অগ্নি, সলিল হইতেই পৃথিবী পৃথিবী হইতে ভেষজ, তাহা হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেত, রেত হইতে পুরুষ বা প্রাণী জগৎ সুতরাং মনুষ্য প্রভৃতি সকল ভূতজাত পদার্থের সর্ব্বশেষ আদি পুরুষ আকাশ।

† যোগনিদ্রাং সদাবিষ্ণুর্জ্জগত্যেকার্ণবীকৃতে। আস্তীর্য্যশেষমভজৎ কল্পান্তে ভগবান্ প্রভুঃ॥ তদা দ্বাবসুরৌ ঘোরৌ বিখ্যাতৌ মধুকৈটভৌ। বিষ্ণুকর্ণমলোদ্ভূতৌ হন্তুং ব্রহ্মণমুদ্যতৌ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিখ্যাত ঘোর অসুর উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়াছিল। সেই প্রজাপতি ব্রহ্মা তখন সৃষ্টি করণোদ্দেশে বিষ্ণুর নাভি কমলে স্থিত অবস্থায়, জনার্দ্দনকে প্রসুপ্ত অবস্থায় দেখিয়া ভীত হইয়া, বিষ্ণুর নেত্রে স্থিতা যোগ নিদ্রারূপিণী, স্থিতিসংহারকারিণী, বিশ্বেশ্বরী, জগদ্ধাত্রী, ভগবতীকে তাঁহার জাগরণার্থে একাগ্রহৃদয় হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বকল্পের অজ্ঞাত জগতের অবস্থাকেই এখানে একার্ণব রূপে বলা হইয়াছে। অর্ণ; (স্) ক্লী, (ঋচ্ছতি, ঋ গতৌ উদকে) জলং ইত্যমরঃ। ঋচ্ছতি-গত হওয়া জগতের শূন্যে লয় হওয়া অবস্থা, শেষ অবস্থা—কারণে লয় হওয়া। বিশ্বব্যাপী জগৎ পালক বিষ্ণু নিজ কারণরূপে পরিণত হইয়া বা তাঁহার কার্য্য শেষ করিয়া, অবসর গ্রহণরূপ নিদ্রাবস্থার সহিত যুক্ত হইয়াছিলেন। এই অবস্থায় তাঁহাকে অনুমান করিবার বা তাঁহার কার্য্যকরী শক্তি অন্তর্হিত হওয়াতে, তাঁহাকে মাপ করিবার কোন মায়ারূপ করণ সংজ্ঞাও বিদ্যমান ছিল না। মায়া—মীয়তে অনয়া মীমিতে বা—যাহা দ্বারা কোন কিছুর অনুমান বা অনুমাপ হয়। তাঁহার মায়ার প্রকাশ হইলেই তিনি কার্য্যকারী শক্তি প্রাপ্ত হইয়া 'মত' বা অনুমিত হন। আর সেই করণ শক্তিটী তাঁহাতে অন্তর্হিত বা লীন অবস্থা হইতে উদ্দীপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত যোগ সাধন বা যতক্ষণ তাঁহার সহিত যুক্ত না হইতেছে ততক্ষণ তিনি নিদ্রাভিভূত। সুতরাং ব্রহ্মা সেই শক্তিরূপিণী যোগমায়াকে স্তবে সন্তুষ্ট ও উদ্দীপিত করিয়া বিষ্ণুর জাগরণ সাধনে তাঁহাকে শক্তিমান্ করতঃ অসুর বধে প্রবুদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেন।

দেবীর স্তবে বলিতেছেন *—তুমি স্বাহা (সু+আ+হে+আ—সুষ্ঠু

---

* ত্বং স্বাহা ত্বং স্বধাত্বং হি বষট্কারস্বরাত্মিকা। সুধাত্বমক্ষরে নিত্যে ত্রিধামাত্রাত্মিকাস্থিতা॥ অর্দ্ধমাত্রাস্থিতা নিত্যা যানুচ্চার্য্যা বিশেষতঃ। ত্বমেব সা ত্বং সাবিত্রী ত্বং দেবী জননীপরা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহূয়ন্তে দেবা অনেনেতি) অর্থাৎ সুষ্ঠুভাবে দেবতাগণকে আহ্বানের মন্ত্রের বাহন তুমি। অথবা এরূপ অর্থও হইতে পারে—তুমি 'স্বা' রূপে যে বিশ্ব নিজ শরীর হইতে প্রকাশ কর, তাহাই পুনরায় হনন করিয়া বা নাশ করিয়াই 'হা', যেমন যজ্ঞাগ্নিতে প্রদত্ত তোমার উপাদানেই সৃষ্ট হবিরূপ পদার্থসমূহ ভস্মীভূত হইয়া অদৃশ্য হইয়া আবার তোমাতেই যায়। তুমি (স্বং+ধা—দধাতি) স্বধা রূপে নিজেই নিজকে ধারণ করিয়া আছ। যজ্ঞে যে বষটকারাদি মন্ত্র উচ্চারিত হয় তাহার আত্মারূপে লক্ষ্য তুমিই। অক্ষরে তুমি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও প্লুতরূপে তিন মাত্রাতে স্থিতা। অপরপক্ষে ত্রিগুণাত্মিকা তোমার ব্যক্ত তিন গুণ হইতে উদ্ভূত উপাদানে যে দেহ নির্ম্মিত হয়, সেই দেহ হইতে সেই ত্রিগুণের স্ব-ভাবেই স্বর নির্গত হয়। সত্ত্বগুণের প্রকাশোত্থত স্বর রজোগুণে গতিপ্রাপ্ত হইয়া প্রথমে হ্রস্ব পরে তাহাই দ্বিমাত্রায় দীর্ঘ হয় এবং অনুচ্চার্য্য ব্যঞ্জনবর্ণ সমূহকে (যেমন ক্ হ্ ইত্যাদিকে) জড়িত বা প্লুত (যেমন জলে মিশ্রিত) করিয়া তাহাকে তমোগুণে গাঢ় করিয়া তাহাকে উচ্চারণযোগ্য করে (যেমন ক্+অ=ক ইত্যাদি)। তুমি অক্ষরা নিত্যা (সম্বোধনে অক্ষরে ! নিত্যে !)। তুমি অবিনাশী জন্য শ্রেষ্ঠ অমৃতত্ব কুশল ধারণ করিয়া সুধা। আত্মা বা পুরুষের চুম্বক আকর্ষণের ন্যায় চিৎশক্তিতেই তুমি চেতিত হইয়া তোমার প্রসবরূপ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পার জন্যই তুমি সাবিত্রী, পরা-জননী। পুরুষের সহায় ভিন্ন অর্দ্ধমাত্রায় স্থিতা অবস্থায় তুমি বিশেষ বা বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হইতে পার না, প্রসবও করিতে পার না। সূয়তে অনেন=সাবিত্রী যাহার দ্বারা প্রসবকার্য্য হয়। তুমি মহামায়া, মহামোহা, মহাসুরী ইত্যাদি। অসুর=অসনকুশল, নিক্ষেপকুশল অস অসু নিক্ষেপে যেমন অস্ত্র। অশেষ প্রকার বিচিত্র সৃষ্টি যেন তোমার দেহ হইতেই নিক্ষেপ করিয়াই যেন মহাসুরী। তুমি প্রাণী ও সমস্ত ভূতজাত পদার্থের পরিমিত আয়ুষ্কাল রূপে (যেন কালীমূর্ত্তিতে) রাত্রি বা অন্ধকারে ক্ষণকালের জন্য অসীম আত্মার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ আবৃত করিয়া অজ্ঞানরূপী শক্তি কালরাত্রি। আবার তুমিই 'বুদ্ধিবোধলক্ষণা' রূপে বিবেক দ্বারা সেই অজ্ঞানরূপ তম উন্মোচন করিয়া আত্মার স্বরূপ প্রদর্শন করাও।* তুমিই মহাকালরূপে অনন্ত রাত্রি বা তমাবরণে এই বিশ্ব আবৃত করিয়া রাখিয়াছিলে তাই মহারাত্রি। "তমসা গূহ্লমগ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদং" তুমিই জীবকে মোহান্ধকারে লিপ্ত করিয়া মোহরাত্রি। (৭৬) তুমি বৈষ্ণবী শক্তিরূপে গদিণী, চক্রিণী, শঙ্খিণী। বিষ্ণুহস্তস্থিত পাঞ্চজন্য শঙ্খ যেন তাল পাকাইয়া মূল পঞ্চভূতের একত্রে সমভাবে (neutral) অবস্থায় স্থিতি। চক্ররূপ করাত দ্বারা তাহার চূর্ণীকৃত অবস্থা এবং তাহাই পরমাণু রূপে সৃষ্টি। পরে গদা বা হাতুড়ি দ্বারা তাহার আকার প্রদান (যেন কর্ম্মকারের কার্য্য)। (৭৮) জগৎস্রষ্টা, জগৎপাতা, জগৎনাশকর্ত্তা, ব্রহ্মা (আমি), বিষ্ণু ও ঈশ্বরের (মহেশ্বর) শরীর গ্রহণের কার্য্য তোমা হইতেই সম্ভব হইয়াছে, সুতরাং কে তোমার স্তুতি করিতে শক্তিমান্ হইতে পারে। তোমার শক্তির সমাবেশেই ইঁহারা শরীরী হইয়াছেন। অতএব তুমি জগৎস্বামীকে প্রবুদ্ধ ও অসুরদ্বয়কে মোহাভিভূত করিয়া তাহাদের বধ সাধনে তাঁহার বোধ প্রদান কর।

ত্রিগুণাত্মিকা দেবী ("প্রকৃতিস্ত্বঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী") তাহার তমোগুণে 'তামসী' রূপে বিষ্ণুকে নিদ্রাভিভূত জড়পদার্থরূপে পরিণত করিয়াছিলেন (নিদ্রা তমোগুণের প্রতীক)। এখন তাহার রজোগুণে তাঁহাকে উদ্দীপ্ত বা জাগরিত করিলেন। রজোগুণ চলচ্ছক্তি প্রকাশের প্রতীক কার্য্যকরী শক্তি। বিষ্ণুর চেতনা সম্পাদন অর্থাৎ তাঁহার রজোগুণ

* "রঙ্গস্য দর্শয়িত্বা নিবর্ত্ততে নর্ত্তকী যথা নৃত্যাৎ। পুরুষস্য তথাত্মানং প্রকাশ্য নিবর্ত্ততে প্রকৃতিঃ॥" যেমন নর্ত্তকী রঙ্গালয়ে লোকগণের সাক্ষাতে নৃত্য প্রদর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়; তদ্রূপ প্রকৃতি পুরুষের উদ্দেশ্যে স্বকীয় কার্য্য প্রদর্শন করাইয়া নিবৃত্ত হয়। (সাং কাঃ ৫৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দীপিত করিয়া তাঁহার চিৎশক্তির প্রকাশ দ্বারা কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত করা। এইরূপে কারণ সলিল বা কারণ অর্ণব হইতে উত্থিত হইয়া বিষ্ণু মধুকৈটভের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন।

মধুকৈটভের সহিত বিষ্ণু পঞ্চসহস্র বৎসর বাহুযুদ্ধ করিয়া যখন তাহাদিগকে বধ করিতে পারিলেন না তখন তাহারা বিষ্ণুকে বলিল, 'বর প্রার্থনা কর'। তিনি বলিলেন আমি তোমাদিগকে বধ করিব এই বর চাই। তাহারা বলিল তাই হইবে, তবে যেখানে জল নাই সেইখানে বধ করিবে। সর্ব্বত্র জলময় দেখিয়াই তাহারা এইরূপ বলিয়াছিল। তখন বিষ্ণু তাহাদিগকে নিজ উরুদ্বয় মধ্যে রাখিয়া চক্রদ্বারা তাহাদিগকে বধ করিলেন। মার্কণ্ডেয় রচিত দেবীভাগবতে আছে—মধুকৈটভ অতি বিশাল দেহ ধারণ করিয়া সেই বিশাল জলরাশি মধ্যে পদ্মোপরিস্থিত ব্রহ্মাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। পরে তাহারা হত হইলে তাহাদের মেদে পৃথিবীর উদ্ভব হয় জন্য-পৃথিবী মেদিনী।

এই উপাখ্যানের তাৎপর্য্য কি? তৈঃ উপনিষদে বলে "তস্মাৎ বা এতস্মাদাত্মনো আকাশসম্ভূত, আকাশাৎ বায়ুঃ, বায়োরগ্নি, অগ্নেরাপ্, অপ্‌ভ্যঃ পৃথিবী।" সেই বা এই আত্মা হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি বা তেজ, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী। কারণ রূপ শূন্যাবস্থায় স্থায়ী আত্মা হইতে প্রথমে শব্দগুণযুক্ত শূন্যাকাশ, তাহা হইতে স্পর্শগুণযুক্ত বায়ু, তাহা হইতে তেজ বা তাপগুণযুক্ত অগ্নি, তাহা হইতে রসগুণযুক্ত জল, পরে তাহা হইতে গন্ধগুণযুক্ত পৃথিবী, এই কারণই সেই সেই অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া অনন্ত জলরাশিতে ব্যাপ্ত হইয়াই যেন বিষ্ণুরূপে অবস্থিত হইলেন। জলের গুণ রস। সুতরাং তাঁহা হইতেই যেন তাহারা কর্ণমলরূপে তাঁহার শরীর হইতে নিঃসৃত হইল সেই ঈষৎ ঘনীভূত রসরূপে অসংখ্য পাঞ্চভৌতিক পরমাণু সমষ্টি। এই অসংখ্য পরমাণু পরস্পর পৃথক অবস্থাতে যেন অতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশাল স্থানে বিস্তৃত হইয়া যেন অতি বৃহদাকার দেহরূপে পরিণত হইল এবং সেই বিশাল জলরাশি আলোড়িত করিয়া বিষ্ণুর নাভিকমল হইতে উদ্ভূত জলোপরি পদ্মের উপরস্থিত ব্রহ্মাকে ভীষণরূপে আন্দোলিত করিতে লাগিল। বিষ্ণুর দেহ হইতে নাভিপথে উদ্ভূত তাঁহারই সৃষ্টিকরণ শক্তি হিঃ, তাঁহা হইতে ভিন্ন বা অন্তরূপে নির্গত হইয়া তাহার কোষ বা গর্ভ সহ হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মারূপে সৃষ্টি করণোন্মুখ হইলেন এবং তজ্জন্ম পৃথিবীর আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। কোথায় তাঁহার প্রজা সৃষ্টি করিবেন ? পৃথিবীর উপাদানস্বরূপ সেই বিচ্ছিন্ন মধুকৈটভরূপ পরমাণুসমূহ ক্রমে সংহত করার শক্তি তাঁহার নাই। তাই তিনি পুনরায় সেই পরমাণুর আদি সৃষ্টিকর্ত্তা বিষ্ণুরই শরণাপন্ন হইলেন। তিনিও সেই পরমাণুসমূহের ন্যায় একই জনক হইতে সম্ভূত। যেমন একমাত্র জনকই পুত্রদিগের শাসয়িতা, সেইরূপ সেই জনক বিষ্ণুতেই ইহাদিগকে শাসন বা সংহতি করিবার শক্তি নিহিত আছে। তাঁহাতে সেই শক্তি উদ্দীপিত করিবার জন্যই সেই শক্তিরই স্তব করিলেন। সেই বৈষ্ণবীশক্তির উদ্দীপনায় বিষ্ণু শক্তিমান রূপেই যেন রূপপরিগ্রহ করিয়া সেই পরমাণুসমূহকে বাহুযুদ্ধে অর্থাৎ হস্তসাহায্যে সংহত করিবার চেষ্টা করিলেন। তাই ব্রহ্মা বলিয়াছেন যে আমার, বিষ্ণুর ও ঈশানের শরীর গ্রহণ তোমার দ্বারাই সঙ্ঘটিত হইয়াছে।

চক্ষু, কর্ণ ও নাসিকা হইতে নিঃসৃত জল দেহ রক্তেরই পরিণতি (Secretion)। প্রথম তিনটীই জলের সহিত অভিন্নভাবে মিশিয়া যায়। কর্ণমল অপেক্ষাকৃত গাঢ় কর্দ্দমের ন্যায় যেন পৃথিবীর মৃত্তিকা উপাদান ইহাতে বেশিভাবে থাকে জন্য সহজে জলের সহিত মিশিয়া যায় না। তাই কর্ণমল বলা হইয়াছে। জলের মধ্যে সেই কর্দ্দমের ন্যায় পরমাণু সমূহকে একত্র সংহত করা দুঃসাধ্য। ইহা বুঝিতে পারিয়াই (যেন মধুকৈটভই তাঁহাকে ইহা বুঝাইল) বিষ্ণু, স্থলাভাবে, আপন উরুদ্বয়কে একত্র করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আসীন হইয়া তন্মধ্যে একটি কোণাকার গর্ত্তাকার স্থান করিলেন। তখন সেই শুষ্ক স্থানস্থিত সেই কর্দ্দমাক্ত জলকে চক্রদ্বারা ঘূর্ণন করিলে, সেই সমস্ত পরমাণু সেই কর্দ্দম হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ও পরস্পরের সহিত সংহত হইয়া ঘনীভূত অবস্থায় জলের উপরে ফেনরাশির ন্যায় ভাসমান অবস্থায় স্থায়ী হইল। ক্রমে তাহাই রৌদ্রতাপে শুষ্ক হইয়া মেদিনীর প্রথম স্তরে পরিণত হইল। যেন দুগ্ধ মন্থনে তাহা হইতে উত্থিত ভাসমান ননির ন্যায় অগ্নি তাপে আবর্ত্তিত দুগ্ধের ননি কণার ঘন 'সররূপে' পরিণতির দৃষ্টান্তের ন্যায়। রূপকে শরীরীবিষ্ণু ও অসুর যুদ্ধ এইরূপ।

নদী ও সমুদ্র মধ্যে ঘূর্ণাবর্ত্ত, বায়ুমধ্যে ঘূর্ণীবাত্যা ইহার দৃষ্টান্ত। হঠাৎ কোন কারণে এই উভয়ের কোন স্থান অত্যন্ত তাপিত হইলে চক্রাকার গতিতে কোণাকারে সেইস্থান যেন V আকারে বায়ু শূন্য হয় তখন চক্রাকারে জল বা বায়ু সেই শূন্য স্থান পূরণ করিতে অতি বেগে প্রবাহিত হয়। আর সেই পূর্ব্বোত্থিত চক্রাকার গতি (Spiral motion) তাহাকে প্রতিহত করিলে, সেই জল বা বায়ুতে যে তাহাদের সূক্ষ্মকণা থাকে তাহাই ঘনীভূত হইয়া ধুলিরাশি বা ফেনাতে পরিণত হয়। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন—এক অদ্বিতীয়, ভেদহীন (homogenous) নির্ব্বিকার, নিস্তব্ধ Etherial milky infinite spaceএ সহসা কোন অজ্ঞাত কারণে একটা শক্তি আর্বিভূত হইয়া spiral motion উদ্ভূত হয়। তখন সেই স্থান আবর্ত্তিত হইয়া protyle হইতে Ion সকলের (পরমাণু) উৎপত্তি হয়। সেই Ion ও Proton ও Electronএর পরস্পর সংহত অবস্থা যেন সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি। ইহার সহিত ক্ষীরোদ সমুদ্র মন্থন উপমেয়। হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মাই সেই তাপ ও শক্তির কারণরূপ। সেই ব্রহ্মাই যেন ক্রমে সূক্ষ্ম হইয়া বিষ্ণু বা শক্তিমানের উদ্দেশে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য অন্তর্হিত হইয়া পুনরায় বিপরীত ভাবে V আকারে আবির্ভূত হইবার সময় এই চক্রাকার (spiral motion) গতি উৎপন্ন করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই মধুকৈটভের রহস্য বা স্বরূপ কি? মধু অর্থে রস, যে রস হইতে উদ্ভিজ্জ সৃষ্ট হয়। সেইরসে অসংখ্য পঞ্চভূতের উপাদানে সৃষ্ট পরমাণু সকল কোষাকারে (cell) এর ন্যায় থাকে যাহা অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট হয়। প্রাণীর রক্তের কোষও সেইরূপে রস (protoplasm সিঞ্চিত (Blood cells) উভয়ের এই রস প্রায় সমস্ত একই উপাদানে উৎপন্ন। তাই উদ্ভিদ জাতীয় আহারের রস রক্তের রসের সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া দেহের রক্ত ও তৎসহ তাহার পুষ্টি সাধন করে। যাহা উহার সহিত মিশ্রিত হয় না সেই কঠিন পদার্থ প্রাণীর মলাকারে নির্গত হয়। কিন্তু উদ্ভিদের রস ও প্রাণীর রক্ত, যাহাতে উভয়ের দেহ নির্ম্মিত হয়; তাহাতে একটা পার্থক্যও আছে। উদ্ভিদ অগ্নি সংযোগে দগ্ধ করিলে তাহা হইতে নির্গত গন্ধ ও দগ্ধ প্রাণীদেহ নির্গত নাসার অপ্রীতিকর (repulsive) গন্ধই ইহার প্রমাণ। এই অপ্রীতিকর গন্ধ যাহা হইতে উৎপন্ন হয় তাহাকে জান্তব উপাদান বা (organic element) বলে। উদ্‌ভিদে inorganic Element। এই জান্তব উপাদানের প্রতীকই কৈটভ। কীটভু কীটরূপে ভু (উৎপন্ন বা স্থিত) কীট+ভূ। তাহারই অবস্থা—কৈটভ, যেমন শিশুর অবস্থা শৈশব। পৃথিবী হইতেই এই দুই শ্রেণীর পদার্থ উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর উৎপত্তি। সুতরাং এই দুইরূপ উপাদানেই পৃথিবীর উৎপত্তি হওয়া আবশ্যক। তাই মধুকৈটভের মেদ হইতে পৃথিবীর উৎপত্তি। এই মধুকৈটভই দেহের উপাদান এবং আত্মাকে বেষ্টন করিয়া কোষাকারে 'মুর' রূপে থাকে। মুর শব্দের অর্থ বেষ্টন। সেই মধুকৈটভ রূপ মুরকে বধ বা হরণ করিয়া যিনি একাকী বর্ত্তমান থাকেন তিনিই "হরে মুরারে মধুকৈটভারে।" হৃধাতু হরণ হইতে হরি ও হর। দেহজ্ঞান লয়েই উভয়ের উপলব্ধি হয়।

"নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং নাসীদ্রজো নো ব্যোমা পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্নম্ভঃ কিমাসীদ্গহনং গভীরম॥
(ঋ, ১০, ১২৯, ১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদানীন্তন অপ্রত্যক্ষ অসৎ ও ছিল না, প্রত্যক্ষ সৎ ও ছিলনা। রজঃ অর্থাৎ সূচ্যগ্রব্যাপী কোনও পদার্থের পরমাণুও ছিল না। ব্যোম্ বা শূন্যের উপরে বা নীচে কোনও লোকও ছিল না। কে কোথায় কোন ভোক্তা জীবের মঙ্গলের জন্য কি আবরণ করিবে? গহন গভীর সলিলও কি ছিল? এই সর্ব্বথা 'নাস্তি' অবস্থা হইতে কিরূপে পৃথিবীর পরমাণু (রজঃ), ও বাসোপযোগী লোক তাহার মৃত্তিকা ও তদুপরি পরে ভোক্তা উদ্ভিদ ও জীবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহাই ঋষি বর্ণন করিতেছেন। মধুকৈটভ বধ তাহারই প্রথম পর্য্যায়।

মহিষাসুর বধ

"তম আসীত্তমসা গহ্লমগ্রেঽপ্রকেতং সলিলম্ সর্ব্বমা ইদং
তুচ্ছ্যেনাভ্বপিহিতং যদাসীত্তপসস্তন্মহিনাজায়তৈকম্ ॥"

(ঋ, ১০, ১২৯, ৩)

"পরিক্ষিতা পিতরা পূর্ব্বজাবরী ঋতস্য যোনা ক্ষয়তঃ সমোকসা।
দ্যাবা পৃথিবী বরুণায় সব্রতে ঘৃতবৎ পয়ো মহিষায় পিন্বতঃ ॥

(১০, ৬৫, ৮)

ঋষি বলিতেছেন—পুরাকালে পূর্ণ শত বৎসরব্যাপী দেব ও অসুরে যুদ্ধ হয়। অসুরের অধিপতি মহিষ, পুরন্দর (ইন্দ্র) প্রভৃতি দেবতাদিগকে পরাজিত করিয়া স্বর্গ হইতে দূরীভূত করে। তখন দেবগণ ব্রহ্মাকে অগ্রসর করিয়া বিষ্ণুর সমীপে যাইয়া বলিলেন যে তাঁহারা মহিষাসুর কর্ত্তৃক বিতাড়িত ও স্বর্গভ্রষ্ট হইয়া হীনবেশে মর্ত্ত্যের ন্যায় বিচরণ করিতেছেন। সূর্য্য, অগ্নি, অনিল, চন্দ্র, যম, বরুণ প্রভৃতি দেবগণকে নিজ নিজ অধিকার ভ্রষ্ট হইয়া স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হইতে হইয়াছে, সুতরাং তিনি (বিষ্ণু) তাহার (মহিষাসুরের) বধের উপায় চিন্তা করুন। তখন কুপিত বিষ্ণু, ব্রহ্মা ও শঙ্করের বদন হইতে মহৎ তেজ নির্গত হইল এবং সেই সঙ্গে ইন্দ্রাদি সকল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবতার দেহ হইতে নির্গত তেজ মিলিত হইয়া, রাশীকৃত জলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় দৃষ্ট হইল। তখন সেই একস্থ (মিলিত) তেজ ত্রিলোকব্যাপ্ত কান্তি সমন্বিতা স্ত্রীরূপে আবির্ভূতা হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর ও অন্যান্য দেবতার তেজে সেই নারীর বিভিন্ন অঙ্গরূপে গঠিত হইল। তখন সেই সকল দেবতারা তাঁহাদের স্ব স্ব বিভিন্ন অস্ত্রাদি তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। হিমবান্ তাঁহাকে বাহনরূপে সিংহ দিলেন। তখন দেবতারা অতি উচ্চস্বরে জয়ধ্বনি করিলে, সেই শব্দ শুনিয়া 'উহা কি' জানিবার জন্য মহিষাসুর সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবমান হইয়া সেই ত্রিলোকব্যাপ্তকান্তি দেবীকে দেখিতে পাইল। তখন অসুর সেনাগণ দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তাহারা যখন সকলেই নিহত হইল তখন দেবী তাম্র ও অন্ধক নামক অসুরদ্বয়কে চূর্ণীকৃত করিলেন। তখন মহিষাসুর দেবীর সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। অনেক যুদ্ধের পর দেবী তাহাকে ঊর্দ্ধে উত্থিত ও পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া, তাহার শিরছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিলেন, তারপর দেবতারা সেই দেবীকে স্তব করিতে লাগিলেন।

এই অসুরাধিপতি মহিষাসুরের স্বরূপ কি? উপরোক্ত ২য় সূক্তে মহিষায় মহতে পূজ্যায় বরুণায় বা (সায়ন ভাষ্য)। মহৎকেই পূজা করা হয় জন্য মংহতি পূজয়তি দেবাননেনেতি মহি+"অধিমহোষ্টিষট্। স্বনাম-খ্যাত পশু। অপিচ কৃতাভিষেকঃ ভূপাল—"কৃতাভিষেকে ভূপালে লুলাপে মহিষঃ স্মৃতঃ"॥ অসুরদের মধ্যে মহৎ পূজ্য বরুণের ন্যায়, অভিষিক্ত রাজা মহিষাসুর। যাস্কের নিরুক্তে "অহর্বৈ মিত্ররাত্রি বরুণ।" বরুণ অর্থে রাত্রি, অন্ধকার বা তম। তাহার সৈনিক অন্ধকের ন্যায় তথা কথিত মহিষ পশুও তম বা কৃষ্ণবর্ণ মহান বা বিরাট দেহধারী। যম বা মৃত্যুকে বহন করে জন্য 'যমবাহন'। মৃত্যুর পর চির অন্ধকার (কৃষ্ণবর্ণ)। তাই যম বা মৃত্যুর বাহন। অসুর=অসন কুশল নিক্ষেপ কুশল। তাহা হইলে যে নিজ দেহজাত তম নিক্ষেপ করিয়া বা তমাকারে ব্যাপ্ত হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহৎরূপে স্থিত সেই মহিষাসুর। এখন ১ম শ্লোকের সহিত এই মহিষাসুরের কি সামঞ্জস্য হইতে পারে ?

এই শ্লোকে ঋষি বলিতেছেন—"অগ্রে শুধু তমই ছিল, সেই গূঢ় তমোরূপেই ভেদহীন সলিল রূপেই সর্ব্ব বিশ্ব লুপ্ত ছিল। সলিল=সল—গতৌ যাহা গত হইয়া অদৃশ্য হয়। "সলিলমিতি লুপ্তোপমং"। (সায়ন)। সেই তুচ্ছ অন্ধকার তমতে যে আভু (আ—সমন্তাৎ+ভু—বিদ্যমান—সর্ব্বত্র স্থায়ী) ছিল, তাহাই তপস্যা বা নিজ তেজোরূপ তাপের শক্তিতে (তপ ধাতু হইতে তাপ ও তপস্ শব্দ) এক অদ্বিতীয় হইয়া অজায়ত বা আবির্ভূত হইল"। তখন তম অপসারিত হইয়া শুধু সেই তেজই স্বপ্রকাশিত হইল ; আর তাহার উজ্জল প্রভায় দীপ্ত আলোকে অন্ধকার দূরীভূত হইল। উজ্জলপ্রভ আলোকের নিকট তম তাই তুচ্ছ। কেননা তাহার প্রকাশাবস্থায় অন্ধকার তাহাকে লুপ্ত করিতে পারে না।

এই মহান তমঘন বরুণরূপ (বৃ—আবরণে হইতে বরুণ) তমাবরণই রূপকে মহিষাসুর—যেন নিজ দেহ হইতে তমোরাশি নিক্ষেপ করিয়া এই বিশ্বকে আবৃত করিয়া অদৃশ্য করিয়া রাখিয়াছিল। আর সেই আভুঃ রূপস্থিত জগৎ-কারণ রূপ আধার হইতে সৃজন, পালন ও সংহার শক্তিরূপে (যেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরেরই শক্তি) যে হিরণ্যবর্ণ তেজোরূপী শক্তি নির্গত হইয়া নারীরূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূতা হইলেন, তিনিই স্বীয়তেজ ও প্রভায় সেই অন্ধকার তমোরাশিকে অপসারিত করিয়া যেন তাঁহারই গর্ভ হইতে এই জগৎ সৃষ্টি করতঃ জগৎ ব্যাপ্তা জগন্মূর্ত্তি রূপে জগন্মাতার ন্যায় নিত্যা আছেন। মহিষ শব্দের ব্যাকরণ সম্মত এরূপ একটি অর্থ সঙ্গত হয় কি ? যথা—যেমন মহ্+অতি=মহৎ, তেমনি মহ্ (বৃদ্ধৌ)—বৃহৎ+ইষ্ (সর্পণে, গতৌ যাহা হইতে ইষু=শর)। অর্থাৎ বৃহৎ ভাবে যাহা সর্পিত বা নিক্ষিপ্ত হয়। এই অর্থ সঙ্গত হইলে মহিষের আর একটি অর্থও হইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুষ্যের মুখ হইতে যখন ইষ্ শব্দ নির্গত হয় তখন ষ্ শব্দ জিহ্বার মূর্দ্ধণি বা ঊর্দ্ধ গতিতেই, দন্ত সংস্পর্শে উৎপন্ন হয়, তাই ইহা মূর্দ্ধণ্য ষ। এই শব্দ বহির্গত হইবার সময় উহার সঙ্গে সঙ্গে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মুখলালাকণা বৃষ্টি হয়। সেইরূপ নাসিকা হইতেও ঐরূপ ইষ্ শব্দের সহিত সূক্ষ্ম কণাসমূহ বৃষ্টি হয়। রেলের এঞ্জিন (Engine) হইতেও ঐরূপ শব্দসহ সজল বাষ্পকণা নির্গত হয়। অতি বৃহৎ এইরূপ নিক্ষেপকারী যেন মহিষের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ অসুরের মুখ বা নাসা হইতে বৃহদাকারে নিক্ষিপ্ত বৃষ্টিকণা মেঘাকারে দ্যৌ বা স্বর্গলোক আচ্ছন্ন করিয়া সেই লোকস্থ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির কিরণ বিকীর্ণ করিবার কার্য্য বন্ধ করিয়াছিল। রূপকে সেই নিক্ষেপকারীই মহিষ। যেন বিশাল পশু মহিষের শ্বাসবায়ুর সহিত সেই তমোরাশি উৎক্ষিপ্ত হইয়া নভোমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়াছিল—"শ্বাসানিলাস্তাঃ শতশো-নিপেতুর্নভসোঽচলাঃ" ॥ সৃষ্টির প্রথমে দ্যৌবাসী চন্দ্র সূর্য্যাদি দেবতাগণ সৃজিত হইয়াছিল এইরূপ বেদে উক্ত আছে। চণ্ডীকারও তাহা পরে বলিয়াছেন। কেননা স্বর্গের তমোরাশি অপসারিত না হইলে তাহা দ্রষ্টব্য নহে। এই প্রসঙ্গে তালব্যশকারান্ত ঈশ শব্দেরও ব্যুৎপত্তি দেখান যাইতে পারে। দীর্ঘ 'ঈ' উচ্চারণ করিতে হইলে তাহা নিঃশ্বাস ভিতরের দিকেই টানিয়া কিছুক্ষণ স্থায়ী করিলেই তাহা দীর্ঘ হয়। তাহার সহিত 'শ' শব্দ যোগ করিতে হইলে জিহ্বাকে তালু স্পর্শ করাইতে হয়। এই 'ঈশ' শব্দে ঈশ্বর সূচিত হয় কেন ? অন্যমনস্ক অবস্থায়, যেন বাহ্যচেতনাশূন্য অবস্থায়, দেহে কোন পীড়াদায়ক আঘাত লাগিলেই এই 'ঈ-শ্' শব্দ স্বতঃই মুখ হইতে নির্গত হইয়া যেন চেতনার আবির্ভাব হয়—যেন সেই দেহে লীন (latent) চিৎশক্তির আবির্ভাব সূচিত হয়। আর সেই চিৎশক্তি, সৎ, চিৎরূপ, দেহের অধিষ্ঠাতৃ আত্মা হইতেই স্ফূরিত হয়। তাই 'ঈশ' তাহারই দ্যোতক সংজ্ঞা হইতে পারে না কি ? তাই বৈদিক ঋষি বলিলেন "হিরণ্যগর্ভ সমবর্ত্ততাগ্রে"। সৃষ্টির এই আদি কারণকেই চণ্ডীবক্তা ঋষি উপাখ্যানচ্ছলে রূপকে এই চণ্ডীরহস্য বর্ণনা করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুম্ভ নিশুম্ভ বধ

পুরাকালে মদবল গর্ব্বিত শুম্ভ-নিশুম্ভ অসুরদ্বয় দুই ভ্রাতায় মিলিয়া দেবতাদিগকে স্বর্গ হইতে বিতাড়িত করিয়া তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অধিকারচ্যুত করিয়াছিল। তখন তাঁহারা অপরাজিতা দেবীকে স্মরণ করিয়া তাঁহার স্তব করিলেন—হে মহাদেবি শিবে! আপনিই প্রকৃতি, ভদ্রা মঙ্গলদায়িনী। পালনকর্ত্রী ; রৌদ্রা (ভয়ানকা) নিত্যা, গৌরী, ধাত্রী, জ্যোৎস্না ও ইন্দু-রূপিনী, সুখ, কল্যাণী, সিদ্ধি, অলক্ষ্মা নৈঋতি এবং রাজগৃহে লক্ষ্মীরূপিণী, সর্ব্বাণী আপনাকে নমোঃ নমঃ। আপনি দুর্গা (দুরধিগম্যা) দুর্গাপারা (ত্রাণকারিণী) সারাৎসারা, সর্ব্বকারিণী, অতি সৌম্যা, অতি রৌদ্রা, জগৎ প্রতিষ্ঠাত্রী দেবী, কখনও কৃষ্ণবর্ণা কখনও ধূম্রবর্ণা আপনি সর্ব্বভূতে বিষ্ণুমায়া, চেতনা, বুদ্ধি, নিদ্রা, ক্ষুধা, ছায়া, শক্তি, তৃষ্ণা, ক্ষুধা, জাতি, লজ্জা, শান্তি, শ্রদ্ধা, কান্তি, বৃত্তি, স্মৃতি, দয়া, ভ্রান্তি ও মাতা রূপে সংস্থিতা। সমস্ত অখিল ভূতজাত প্রাণীগণের ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী এবং সমস্ত ভূতে ব্যাপ্তা আছেন ; আপনিই চিৎশক্তি-যুক্তচিতি—জীবরূপে সমস্ত জগৎব্যাপী হইয়া আছেন, আপনাকে নমো নমঃ। আমাদিগের সকল আপদ বিনষ্ট করুন। আপনার নিকট আমাদের এই বিনয় নম্র প্রার্থনা। তখন হিমাচলে দেবী পার্ব্বতী গঙ্গাস্নানে যাইতেছিলেন।

যখন পার্ব্বতী দেবতাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কাহার স্তব করিতেছ, তখন তাঁহার শরীর কোষ হইতে শিবা আবির্ভূ্তা হইয়া বলিলেন, ইহারা শুম্ভ-নিশুভ কর্তৃক বিতাড়িত হইয়া আমারই স্তব করিতেছে। যেহেতু অম্বিকা পার্ব্বতীর শরীর কোষ হইতে নিঃসৃতা হইয়াছিলেন, সেইজন্য সমস্ত লোকে কৌশিকী নামে খ্যাতা। আবার সেই হিমাচল আশ্রয়েস্থিতা পার্ব্বতীর কৌশিকী দেহ হইতে নির্গতা কৃষ্ণবর্ণা দেবীই কালিকা দেবীনামে সমাখ্যাতা।

অতঃপর চণ্ডমুণ্ড নামক শুম্ভনিশুম্ভের ভৃত্যদ্বয় সেই সু-মনোহরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিমাচল বিভাসিনী রূপিণী রমণীকে দেখিয়া তাহাদের প্রভুর নিকট তাহার রূপ বর্ণনা করিয়া তাঁহাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিতে আবেদন করিল। তখন শুম্ভ সুগ্রীবকে সেই নারীসকাশে দূত স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়া তাঁহাকে তাহার পতিরূপে বরণ করিতে অভিপ্রায় জানাইল। দূতকে দেবী বলিলেন তোমার প্রভুকে বল, যে আমাকে বলপূর্ব্বক যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে আমি তাহারই পত্নী হইব। দূতের মুখে দেবীর বার্ত্তা শুনিয়া শুম্ভ-নিশুম্ভ ক্রোধান্বিত হইয়া, দেবীকে বলপূর্ব্বক ধৃত করিয়া আনিতে আদেশ করিলে, তাহারা সসৈন্যে তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। তখন অতি ক্রোধান্বিতা চণ্ডিকার মুখ মসীবর্ণ হইয়া করালবদনা কালী মূর্ত্তি নির্গতা হইলেন এবং সেই চণ্ডমুণ্ডকে নিহত করিয়া তাহার মুণ্ড দেবীকে উপহার দিলেন। পরে শুম্ভ-নিশুম্ভ ধূম্রলোচন নামক অসুরকে পাঠাইলে দেবী তাহাকেও নিহত করিলেন। পরে দেবী শিবকে দূতস্বরূপ তাহাদিগের নিকট পাঠাইয়া বশ্যতা স্বীকার করিতে আদেশ দিলেন। তখন শুম্ভনিশুম্ভ দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে রক্তবীজ নামক অসুরকে পাঠাইল। দেবীর অস্ত্রাঘাতে রক্তবীজের দেহ হইতে পাতিত প্রত্যেক রক্তবিন্দু হইতে নূতন নূতন অসুর সৃষ্ট হইতেছে দেখিয়া, দেবী চণ্ডমুণ্ড বধকারিণী (তাই চামুণ্ডা নামে খ্যাততা।) কালীকে তাঁহার করালবদন হইতে লোলজিহ্বা বিস্তার করিয়া সেই সমস্ত রক্ত পান করিতে আদেশ করিলে, তিনি তাহাই করিলেন। রক্তশূন্য রক্তবীজদেহ দেবী কর্ত্তৃক পাতিত হইল।

তখন শুম্ভ নিশুম্ভ প্রচণ্ড বেগে দেবীর সহিত বাহুযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। সে তখন অতি দীর্ঘ অষ্ট বাহুতে অস্ত্র সজ্জিত হইয়া সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়া অবস্থিত হইল। * তখন কালী আকাশে উঠিয়া পৃথিবী তাড়িত

---

* স রথস্থতথাত্যুচ্চৈ র্গৃহীত পরমায়ুধৈঃ। ভুজৈরষ্টভিরতুলৈর্ব্যাপ্যাশেষং বভৌ নভঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিলেন। * নিশুম্ভ সহস্র হস্ত বিস্তার করিয়া কালীকে আক্রমণ করিল। তখন দেবী তাহাকে নিহত করিলে ভূমিতলে পতিত হইল। অতঃপর শুম্ভ দেবীকে আক্রমণ করিলে তখন দেবী শুম্ভকে বলিলেন "আমার যে সকল বিভূতি বিস্তার হইয়াছিল সে সমস্তই সংহৃত করিয়া আমি এখন একাকিনীই তোমার সহিত যুদ্ধ করিব। দেবী আকাশে স্থিতা হইয়া তাহার সহিত বাহুযুদ্ধ করিয়া তাহাকে নিপাতিত করিলেন। তখন সেই শুম্ভাসুর হত হইলে সমস্ত জগৎ শান্ত ও স্বস্থ এবং আকাশও নির্ম্মল হইল। পূর্ব্বে উল্কাপাতে যে মেঘ উৎপাত-সহিতা হইয়াছিল তাহাও শান্ত হইল।" (উৎপাত-মেঘা, সোল্কা যে প্রাগাসংস্তেশমং যযুঃ)। তখন বায়ু অনুকূলভাবে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সূর্য্য সুন্দরপ্রভা বিস্তার করিতে লাগিল, অগ্নি শান্তভাবে নির্ম্মল দিঙ্মণ্ডলে শব্দ বিস্তার করিয়া প্রজ্জলিত হইতে লাগিল। †

রহস্যতত্ত্ব—হিমাচল বাসিনী কৌষিকী পার্ব্বতী পূর্ব্বোল্লিখিতা "সুধাব্ধিমনিমণ্ডপ-রত্নবেদী সিংহাসনপরিগতাং পরিপীতবর্ণা ইত্যাদি"—হিরণ্যগর্ভ। সেই হিরণ্যগর্ভেরই সৃষ্টিকরণ উদ্দেশে গমন বা তদ্ব্যাপারেই তাঁহার যেন গঙ্গাস্নানে গমন। গঙ্গা=গম্+গণ যে দ্বিভাবে গমন করে। তিনি কৌশিক রেশম তুল্য গৌর বা হেম বা হিরণ্যবর্ণা। আভুঃ বা সৃষ্টির কারণ, তমরূপ মহিষাসুর আবরণ বধ বা অপসারিত করিয়া হিরণ্যগর্ভ রূপে প্রথমে শূন্য নভোমণ্ডলে দীপ্যমান হইয়া গমন করিলেন। এবং জ্বলন্ত অগ্নিরূপে আবিভূত হইলেন তাই গম্+গণ—দুই প্রকারে গমন গঙ্গা।

---

* "ততঃ কালী সমুৎপত্য গগনং ক্ষ্মামতাড়য়ৎ ॥....খড়্গেন ততোঽসাবপতদ্ভুবি ॥"

† ববু পুণ্যাস্তথা বাতাঃ সুপ্রভোঽভূদ্দিবাকর। জজ্জ্বলুশ্চাগ্নয়ঃ শান্তাঃ শান্তর্দিগ্ জনিতস্বনাঃ ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কালী তথা চামুণ্ডা—দেবী কৌশিকী হইতে নির্গতা এই দুইরূপ। কালীর স্বরূপ, বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব রহস্যরূপে ঋগ্বেদোক্ত তথা কথিত অঘমর্ষণ সূত্র অবলম্বনে, এইরূপ—

"ঋতংচ সত্যংচাভিদ্ধাত্তপসোঽধ্যজায়ত।
ততো রাত্রজায়ত ততঃ সমুদ্রোঽর্ণবঃ ॥
সমুদ্রাদর্ণবাদধিসম্বৎসরো অজায়ত।
অহোরাত্রাণি বিদধদ্বিশ্বস্যমিষতো বশী ॥
সূর্য্যাচন্দ্রমসৌধাতাযথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরীক্ষমথো স্বঃ ॥"

ঋতং=যথার্থ সঙ্কল্পং (সায়ন) অর্থাৎ মনের গতি। "মৃত্যুরূপী" আত্মা "মন অকরোরাৎ (বৃঃ অঃ)। ঋ ধাতু হইতে সিদ্ধ, ঋ-'গত্যর্থে' কেন? স্বরবর্ণান্তর্গত অ, ই, উ প্রভৃতি ঐ ভাবেই একটানা উচ্চারিত হইলে পরপরাগত প্রত্যেক শ্রোতা একই রূপে তাহা শুনিতে পায়। কিন্তু ঋ উচ্চারিত হইলে প্রথমাগত শ্রোতাই সেইরূপ শুনিতে পায়। পরপরাগত ব্যক্তি ঋ—ই—ই—ইতে শেষ সেই ই মাত্র শুনিতে পায়। প্রত্যেক পর পর আগত শ্রোতাকে ঋ শুনাইতে হইলে প্রত্যেকবার জিহ্বাকে তালু স্পর্শ করিতে তাহার তথাতে গতি করাইতে হয়—যথা ঋ—ঋ—ঋ। তাই ঋ গতি সংজ্ঞক। তাহা হইলে ঋতং অর্থে গতি। সাঃ কাঃ তে এবং অন্য অন্য অনেক স্থানে এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। * কোন অচল অবস্থাতে গতি না হইলে কোন কিছু তাহা হইতে উৎপন্ন হইতে পারে না। শব-প্রায় মৃতকল্প দেহে গতি হইলেই তাহা হইতে যেন সেই প্রাণীটী যেন

---

* চিত্রং যথাশ্রয়মৃতে স্থানাদিভ্যো বিনা যথা ছায়া। তদ্বদ্বিনা বিশেষৈর্ণ তিষ্ঠতি নিরাশ্রয়ং লিঙ্গম্।" ৪১। আশ্রয়ং ঋতে (অন্তরেণ) গতি দ্বারাই অন্তরিত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুর্ব্বজন্ম লাভ করে। আর এই গতি শক্তির আবির্ভাবেই হয়, সুতরাং শক্তিই গতির মুখ্য কারণ। তাই ঋতং গতি ও শক্তির দ্যোতক। বেদে যজ্ঞ, সত্য ইত্যাদি অনেক অর্থে এই ঋতং ব্যবহৃত হইয়াছে।

অজ্ঞাত অব্যক্ত কোনও আধারের উগ্র তপস্যাতে, তাহা হইতে অধি-অজায়ত হইল প্রথমে ঋতং। সেই অজ্ঞাত আধারই নেতিবাচক অব্যক্ত ব্রহ্ম বা পরমাত্মা এইরূপ অনুমিত হইতে পারে। একমেবাদ্বিতীয়ং আপ্তকাম ব্রহ্মের কিসের কামনায় তপস্যা? সৃষ্টি কামনায় কি? "একোঽহং বহুস্যাম।" তাই আগে মন করিলেন তারপর তাহার গতিতে সঙ্কল্প হইল। কিন্তু সূক্তকর্ত্তা ঋষি বলিলেন শুধূ তপস্যা হইতে। এই তপস্যা কাহার বা কিসের জন্য তাহার কোনও বিশেষ সংজ্ঞার উল্লেখ করিলেন না। তাহা হইলে ইহাই অনুমান হয় যে সেই আধারে কোন কারণে তাপ সম্ভূত হইয়া যেমন স্থির জলে তাপ প্রয়োগে গতি প্রাপ্ত হইয়া আলোড়িত হইলে বাষ্প উদ্ভূত হয়। সেইরূপ তাহা হইতে বাষ্পাকারে যাহা উত্থিত হইল তাহাই সত্যং। অসধাতু হইতে সৎ। যাহার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষীভূত হয় তাহাই সাধারণ দৃষ্টিতে সৎ। "সত্যানি পঞ্চভূতানি" ইতি যাজ্ঞবল্ক্য। এই সত্য পঞ্চভূতের উপাদানের একত্র সমাবেশে প্রথম জাত অবস্থা। ইহাকেই পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ Protyle (Pro-before & hylus-matter) বলে বলেন। তাঁহারা বলেন প্রথমে এক নির্ব্বিকার, অসীম নিস্তরঙ্গ, ভেদশূন্য homogeneus Etherial space যেন বেদের (অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমাইদং) ছিল। তাহাতে কোন কারণে Spiral motion (ঘূর্ণাবর্ত্তের ন্যায়) উদ্ভুত হইল। তাহা হইতে Ion বা পঞ্চভূতের সংহত অবস্থার পরমাণু সকল উত্থিত হইল। "ততঃ রাত্রি"। এই বাষ্প আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এই পঞ্চভূতের সংহত বা একত্রে মিলিত পরমাণু সমূহ হইতে উৎপন্ন। পৃথিবীর কয়লা জাতীয় (Carbon) পরমাণুর প্রাচুর্য্য ইহাতে থাকাতে ইহা পৃথিবীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ বা রাত্রির ন্যায় তমাকারে দৃশ্য হয় তাই এই মেঘাকারে দিগন্ত ব্যাপ্ত বাষ্পই রাত্রি। পরে এই মেঘই দ্রব হইয়া (সমু—(সমুচ্চয়)+দ্রব বা তরল) জলাকারে সমুদ্ররূপে পরিণত হইল। এই ঘটনা অবলম্বনেই অনন্ত অসীম অপরিমেয় মহাকালের প্রথম সম্বৎসর রূপে পরিমাণ আরম্ভ হইল, যেমন খ্রীষ্ট জন্মের প্রত্যেক শতাব্দি ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যরাত্রি হইতে গণনা করা হয়। শিশুর জন্মের সময় হইতেই তাহার প্রথম বৎসর আরম্ভ হয়। পরে তাহাই মাস, অহোরাত্র হিসাবে আরও সূক্ষ্মভাবে গণিত হয়। যেমন এই মেঘাকার পদার্থটী শূন্যে উদ্ভূত হইল, তৎক্ষণাৎ সেই স্থান বায়ুশূন্য বা vacuun রূপে পরিণত হইল। আর সেই শূন্য স্থান পূরণ করিবার জন্য ঘূর্ণীবাত্যার ন্যায় চতুর্দ্দিক হইতে বায়ু আসিয়া তাহাকে (সেই মেঘকে) বিতাড়িত করিয়া ঘুরাইতে লাগিল। তাহার ফলে ও চাপে পৃথিবী ক্রমঘন গোলাকারে পরিণত হইয়া আজও ঘুরিতেছে।

পৃথিবীর এই প্রাগ্‌ভাব মেঘাবস্থারই প্রতীক কালী। তাপের বা তেজের কোনও রূপ নাই। তাহাতে পঞ্চভূত জাত ইন্ধন যোগেই তাহার অন্তর্ভূত (innate) শক্তি সাহায্যে প্রজ্জ্বলিত হইয়া হিরণ্য বা পীতবর্ণ অগ্নিরূপে প্রভাসিত হয়। সেই ঋতং বা গতির মূলীভূত কারণ হিরণ্য বা শক্তিই যেন এই হেমবর্ণ রূপ পরিগ্রহ করে। পরে সেই অগ্নি শূন্যাকাশে ব্যাপ্ত হয়। সেই হেমবর্ণ কোষ হইতে নির্গত কৌশিকী শক্তিই পরে মেঘ বা কাল রূপে কৃষ্ণবর্ণা কালী রূপে যেন তাঁহারই মুখ হইতে নিঃসৃত হয়। ইন্ধন সহযোগে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি হইতে যে ধূম নির্গত হয়, তাহাই শূন্যাকাশে মেঘাকারে দৃষ্ট হয়। সেই মেঘ হইতে বৃষ্টি হওয়ার জন্য অগ্নি উপাসক ঋষিগণ বৃষ্টির নিমিত্ত হবিদানে অগ্নির পূজা করিতেন। যজ্ঞের আর একটি উদ্দেশ্যও ইহাই। তাই কালী—"মহামেঘ প্রভাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং চৈব দিগম্বরীং। কাল (কৃষ্ণবর্ণ)+ইন=কালী। মহামেঘ-প্রভারূপিণী; নগ্না হইয়াও দিগ্‌ব্যাপ্ত কাল কেশে আবৃতা দিগম্বরী। তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি শক্তির প্রতীক রূপে, প্রকৃতি রূপে আদি মাতা। অব্যক্ত প্রকৃতির প্রথম ব্যক্ত সত্য রূপে প্রকাশ এই মেঘ রূপেই। কালী অপরিমেয় মহাকালের প্রথম পরিমিত অবস্থা—যেন স্থাবর জঙ্গম সমস্ত পদার্থেরই নিয়ন্ত্রিত আয়ুষ্কাল দিয়া খর্পরস্থ রক্তবিন্দু দ্বারা এক একটী পদার্থ সৃজন করিয়া আবার তাঁহার লোল জিহ্বাতে তাহাই লেহন করতঃ তাহার সংহরণও করিতেছেন ; তাই যেন হস্তধৃত রুধিরাপ্লুত নরমুণ্ড ও কণ্ঠের নর-মুণ্ডমালায় দেখাইতেছেন—ক্ষণস্থায়ী সর্ব্ব পদার্থের ক্ষণকালের জন্য আয়ুদাত্রী ও তাহার সংহর্ত্রীও আমি ; আবার 'মাভৈঃ' বলিয়া অভয় দিয়া বলিতেছেন—যে আমাকে সেই মহাকালেরই বিভূতিরূপে জানিতে পারিয়া সেই মহাকালেরই শরণাপন্ন হইবে সে এই আমার পদতলে শায়িত শব প্রায় 'মৃত্যু'রূপে শায়িত মহাকালের প্রতীক রূপে মৃত্যুঞ্জয় শিবের শিবত্ব বা চির কুশল বা অমৃতত্বও প্রাপ্ত হইতে পারে। সাংখ্যের প্রকৃতি রূপই যে তিনি তাহা পঞ্চাশটী নরমুণ্ডমালার সংখ্যাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে। প্রকৃতি পঞ্চাশৎ ভাগে বিভক্ত (সাঃ কাঃ ৪৯)। * তিনিই মার্কণ্ডেয়ের "প্রকৃতিস্তঞ্চ সর্ব্বস্য গুণত্রয় বিভাবিনী"।

শুম্ভ নিশুম্ভ—শুন্+ভ=শুম্ভ। শুন—গত্যাম্। শুনতি= ক্ষিপ্রং ইতস্ততঃ গচ্ছতি—অতি শীঘ্র ইতস্ততঃ গমন করা। ভং (ভাতীতি, ভাদীপ্তৌ) দীপ্তিশালী জ্যোতিষ্ক মণ্ডলং। শুম্ভ=যে জ্যোতিষ্কগণ ইতস্ততঃ অতি দ্রুত গতিতে চলাচল করে। শুম্ভের ভ্রাতাও নিশুম্ভও তাহাই। শুম্ভ অষ্ট বাহু সমন্বিত।

চণ্ডমুণ্ড—চণ্ডঃ চণ্ডতে কুপ্যতীতি অতি কোপন স্বভাব। মুণ্ড= মূর্দ্ধা, শির অতি কুপিত মস্তক। রাহু গ্রহঃ ইতি মেদিনী। রাহুর মুণ্ডাকার সর্ব্ব বিদিত। পুরাণে রাহু গ্রহের চন্দ্র ও সূর্য্যকে গ্রাস করণই গ্রহণের কারণ বলিয়া বিদিত।

---

* "এষ প্রত্যয় সর্গো বিপর্য্যয়া-শক্তি-তুষ্টি সিদ্ধ্যখ্যাঃ। গুণ-বৈষম্য-বিবর্জ্জিতা তস্য চ ভেদাস্ত পঞ্চাশৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধূম্রলোচন—বা ধূমকেতু। যেন তাহার লোচন হইতে ধূমের ন্যায় গুচ্ছাকারে এক সূত্রে গ্রথিত জ্যোতিকণাসকল দীর্ঘ বিস্তৃত। ইহাও প্রত্যক্ষ গতিশীল।

রক্তবীজ—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লালবর্ণ জ্যোতিকণা উল্কাপাত রূপ উৎপত্তি। একটার পতন হইলেও অসংখ্যভাবে নভমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া ক্ষিপ্র গতিতে চলাচল করে। তাই বলা হইয়াছে "উৎপাত মেবাঃ সোল্কা"।

দেবীযুদ্ধ—সর্ব্ব পূরণকারী, মৃত্যুর ন্যায় হিম ও অচল, পর্ব্বত রূপ (পূরয়িতি) পূর্ণ ব্রহ্ম বা আত্মা (সুধাব্ধি) হইতে নিস্ক্রান্ত, কৌশিক (হেমবর্ণা), হিরণ্য কোষ রূপ প্রজ্জলিত অগ্নি বেষ্টিত হিরণ্যগর্ভ (যাহার গর্ভ হইতে শক্তিশালী অগ্নি নির্গত হইয়াছে)—কৌশিকী দেবী, গতিশীলা (গঙ্গা) রূপে, তাঁহার দেহ হইতে প্রজ্জলিত অগ্নি রাশিতে সমস্ত শূন্যাকাশ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। ইহার পূর্ব্বে কিছুই ছিল না তাহা বৈদিক ঋষি পূর্ব্বোক্ত "নাসদাসীৎ…ইত্যাদি" সূক্তে বলিয়াছেন। কিছুই যখন ছিল না তখন কি আবরণ করিয়া কাহার কুশল সাধন হইবে? তাই সৃষ্টিকামী সেই আধার স্বরূপ কর্ত্তা প্রথমে তেজ বা শক্তি বিকাশ করিয়া সেই তেজোৎপন্ন অগ্নিতে সেই গহন গভীর অবস্থার (infinite space) কিয়দংশ আবৃত করিলেন। কিন্তু সেই অগ্নির পরমাণু সকল সংহত না হওয়াতে, যেন মধুকৈটভাসুরের ন্যায়, চারিদিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া, বিশৃঙ্খলভাবে—উল্কা রূপে, (রক্তবীজ) ধূমকেতু রূপে, (ধূম্রলোচন), যেন কুপিত (চণ্ড) গোলাকার (মুণ্ড) রূপে, ক্ষিপ্রগতিতে পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাবে, সমস্ত দিঙ্মণ্ডলে ব্যাপিত হইল। ইহারা যেন আক্রমণকারী দীপ্ত সৈন্য সমন্বিত অগ্নিভাসিত জ্যোতিষ্মান ভ্রাম্যমান (শুম্ভ) অতি বৃহৎ অগ্নিকুণ্ড রূপ শুম্ভ হইতেই নিঃসৃত হইয়া, ভবিষ্যৎ বাসের উপযোগী (অষ্ট বসু)* অষ্ট

* "আপো ধ্রুবশ্চ সোমশ্চ ধরশ্চৈবানিলোঽনলঃ।
প্রত্যুষশ্চ প্রভাসশ্চ বসবোঽষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতা॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানের অধিকারের জন্য তাহার অষ্ট বাহু হইতে নিঃসৃত হইল। যেন Octopus এর ন্যায়। তখন সেই অগ্নিরূপা কৌশিকী দেহ হইতে শিবা নির্গত হইয়া তাহাকে সেই বিশৃঙ্খল অশুভ অবস্থার কথা অবগত করাইলেন। শিবং=(শী+সর্ব্ব নিধ্বস্যতি বন্) যিনি সর্ব্ব নিধৃত করিয়া শায়িত আছেন। শিবং কল্যাণং বিদ্যতেঽস্য। অথবা এরূপও হইতে পারে— যিনি শং (শুভং কল্যাণং)+ইব কল্যাণ স্বরূপ। তখন হিরণ্য শক্তিরূপা গৌরী কৌশিকী দেবী সেই সমস্ত ক্ষিপ্র গতিতে ইতস্ততঃ ভ্রষ্ট পরমাণু সকলের শৃঙ্খলা সাধনে, তাহাদিগকে সংহত করিতে যেন শুম্ভের সহিত (বিষ্ণুর মধুকৈটভের সহিত বাহু যুদ্ধের ন্যায়) বাহু যুদ্ধে ব্যাপৃতা হইলেন। এইরূপে সেই পূর্ব্বোল্লিখিত রূপে বিষ্ণুরই ন্যায় সেই দীপ্ত বিচ্ছিন্ন অগ্নি পরমাণুগুলিকে বাহুবলে একত্রে সংহত করিয়া একে একে গোলাকারে পরিণত করতঃ সমস্ত দীপ্তগ্রহ নক্ষত্রকে এক এক স্থানে স্থাপিত করিলেন। তখন তাহারা সেই গোলাকারে নিয়ন্ত্রিত হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া নিয়মিতভাবে নভোমণ্ডলে চালিত হইতে লাগিল। স্বজাতির মধ্যে যেমন পরস্পরের আকর্ষণ স্বাভাবিক তেমনি এই পরমাণুগুলিরও পরস্পরের স্ব-ভাব। পরমাণুসকলের এই স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্যই সমস্ত ভূতজাত পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হইয়াছে। ইহাই শুম্ভ নিশুম্ভ বধের তাৎপর্য্য। এই নভঃমণ্ডল শান্ত হইলেই তাহা হইতে অগ্নির বাষ্পরূপে মেঘের উৎপত্তি হইয়া তাহা স্থায়ী অবস্থা প্রাপ্ত হইতে পারিল। সেই নভমণ্ডলের বিশৃঙ্খল অবস্থাতে উল্কার আবির্ভাব ও তাহা মেঘে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে আরও তাপিত করিয়া তাহার ঘনত্ব প্রাপ্তি রোধ করিতেছিল। তাই বলা হইয়াছে "সোল্কা উৎপাত মেঘা!" এই উল্কার উৎপাৎজনিত অবস্থা হইতে শান্ত হইল।

ঋষি বলিয়াছেন "ততঃ কালী সমুৎপত্য গগণং ক্ষ্মানতাড়য়ৎ।" তখন কালী মেঘরূপে গগণে উদিত হইয়া সেই মেঘে স্থিত পৃথিবীর পরমাণু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে যেন হস্ত দ্বারাই তাড়ন করিয়া তাহাদিগকে ঘন মৃত্তিকাকারে পরিণত করিলেন। আর সেই মৃত্তিকা পিণ্ডেই মেঘে-প্রবিষ্ট জলন্ত উল্কা-সমূহ ব্যাহত হইয়া তাহারাও তমাকারে পরিণত হইল। তখন মেঘও ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন না হইয়া শান্তভাব ধারণ করিল। এখানে ক্ষ্মা বলা হইয়াছে। ক্ষ্মা (ক্ষমতে সহতে ভারং) যাহা ভার ধারণ করিয়া সহ্য করিতে পারে ক্ষম+অচ্ = পৃথ্বী। কালী কর্তৃক তাড়িত পৃথিবীর মৃত্তিকা দ্রুতগতি উল্কাসমূহের গতি ব্যাহত করিয়া তাহার ভারও সহ্য করিয়াছিল।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে পূর্ব্বে কেবলই জলন্ত অগ্নি ও বাষ্পে সমস্ত শূন্যাকাশ ব্যাপ্ত ছিল। ক্রমে তাহা শীতল হইয়া কতক অংশ গোলাকারে দীপ্যমান থাকিয়া সূর্য্য, নক্ষত্রাদি রূপে পরিণত হইল। তাহার মধ্যে অনেকের উত্তাপ আরও কম হইয়া আরও ঘনীভূত হইয়া চন্দ্র পৃথিব্যাদি গ্রহাকারে পরিণত হইল। তাঁহাদের এই theory ও ঋষির অনুমানের কতটা সাদৃশ্য তাহা দ্রষ্টব্য।

দক্ষিণাকালিকা *—(দাক্ষিণা অনুকূলা কালিকা) আদ্যাশক্তিঃ। উগ্রচণ্ডা, ঘোরা, করালবদনী, লোলজিহ্বা—কৌশিকী-দেহ নির্গতা মসীবর্ণা; চণ্ড মুণ্ড ঘাতিনী, (তাই) চামুণ্ডার ভয়ঙ্করী, রৌদ্রা রূপে ভীতি প্রাপ্ত হইয়া সাধক তাঁহার আরাধনা করিতে পারেন না জানিয়াই, ঋষি কর্তৃক বর্ণিতা তাঁহারই রক্তবীজ বধে পরি-গৃহীতা অপেক্ষাকৃত সৌম্যা মূর্ত্তি, উক্ত উভয় মূর্ত্তির সমাবেশে দক্ষিণাকালিকা রূপে সাধকের আরাধ্যা রূপে পরে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। চামুণ্ডার বাম দিকে, তাঁহা কর্তৃক কৌশিকী দেবীকে উপহার রূপে প্রদত্ত এক হস্তে চণ্ড মুণ্ডের রুধিরাপ্লুত

---

* "ঊর্দ্ধে বামে কৃপাণং করকমলতলে ছিন্ন মুণ্ডং তথাধো। দক্ষে চাভীবরঞ্চ ত্রিজগদঘ হরে দক্ষিণে কালিকেচ।" ইতি তন্ত্রসারে। বামে দুই হস্তে কৃপাণ ও ছিন্ন মুণ্ড, দক্ষিণে মাভৈঃ অভয়প্রদ দুই হস্তে সংহারকারী হরে দক্ষিণে কালিকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিন্ন মুণ্ড, অন্য হস্তে উন্নত রক্তাক্ত খড়্গে ও গলে ছিন্ন মুণ্ডমালা ও কটিতে ছিন্ন নরহস্ত গ্রথিত ভূষণে তাঁহারই সেই রূপেরই পরিচয় দিতেছে। অন্য হস্তে উন্নত মাভৈঃ (ভয় নাই) হস্তে ও নিম্ন বরদাত্রীর প্রসারিত হস্তে, যেন তিনি সাধককে তাহার দক্ষিণাস্বরূপ বর দেওয়ার আশ্বাস দিতেছেন। কোনও মূর্ত্তিতে রক্তপূর্ণ আধার রূপ খর্পরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাতে এরূপও অনুমান করা যাইতে পারে যে তাঁহার হস্তস্থিত খর্পরে রক্ষিত রক্ত তাঁহারই নিজ দেহ রক্ত, যাহা হইতে প্রাণী ও উদ্ভিদ্ জগত তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন এবং তৎস্থিত পদার্থের আয়ুষ্কাল (তাই কাল+হন্—কালী) রূপে তাহাদিগকে পালন করিয়া (অন্য জগদ্ধাত্রী রূপে), আবার সেই কাল পূর্ণ হইলে সেই রক্ত নিজেই লেহন করিয়া তাহাদিগকে পদতলস্থ শবরূপী মহাকাল দেহে প্রবেশ করাইতেছেন। ঋগবেদের একটী সূক্তে * এই প্রাণী জগতের সৃষ্টির আভাস দেওয়া হইয়াছে। যথা—একই পক্ষীরূপী আত্মা সমুদ্রবৎ সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত আছেন। তিনি অন্তর্মুখী বিবেকবুদ্ধিপক্ক মনের দ্বারা নিজ হৃদয় মধ্যে দ্রষ্টব্য হন। তাঁহাকে 'মাতা' (জন্মদাত্রী প্রসবয়িত্রী) লেহন করেন এবং এবং এই আত্মাও সেই মাতাকে লেহন করেন।" পরস্পরের রস লেহনে তাহাই (রস) একীভূত হইয়া ভ্রূণাণ্ড গঠিত হয়। পরে তাহাই মাতার রক্ত রূপ রসে পরিবর্দ্ধিত হইয়া পরিপূর্ণ দেহাকারে মাতা (জননী) কর্ত্তৃক প্রসূত হয়। বর্ত্তমানের জীব বিজ্ঞান (Biology) শাস্ত্রে আত্মাধিষ্টিত পাঞ্চভৌতিক উপাদানে গঠিত, চলচ্ছীল, পুরুষ হইতে নিঃসৃত spermatozoa, তাহার পক্ষী মুখ সদৃশ অগ্রভাগ ও ভুজঙ্গের ন্যায় পুচ্ছ সহ এই সুপর্ণেরই প্রতীক। তাহাই মাতার দেহ নিঃসৃত রক্তের

* "একঃ সুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে।
তং পাকেন মনসা পশ্যমন্তিতস্তং মাতারেহিল স উ রেহিল মাতরং ॥"
(ঋ, ১০।১১৪, ৪)

গ্রন্থকারের "অধ্যাত্মতত্ত্ব কৌমুদী" গ্রন্থে রাস লীলার ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গোলাকার কোষকে (Germinal Cell) তাহার সূক্ষ্ম চঞ্চুর ন্যায় অগ্রভাগ দ্বারা ভেদ করিয়া তাহার সহিত অভিন্নভাবে মিলিত হইয়া অণ্ড উৎপন্ন করে। কালী মহাকাল হইতেই পরিমিত কাল রূপে উত্থিতা জন্য তাহার বক্ষোপরি স্থিতা—যেন অসীম শুভ্র স্থানে (space) একটী ক্ষণস্থায়ী কালির দাগ।

বরাহ ও নৃসিংহ—দেবতারা কৌশিকী দেবীর স্তোত্রে বলিতেছেন—তুমি একাই জগতের আধারভূতা, মহী (পৃথিবী) ও জলস্বরূপে তুমিই স্থিতা; তাই প্রকৃতি রূপা; সকল স্ত্রীগণ রূপে সমস্ত জগতে তুমিই স্থিতা; একাই তুমি মাতারূপে জননীরূপে এই জগৎ পূরণ করিয়া আছ; তুমি বুদ্ধিরূপে সকল হৃদয়ে আছ; কলা কাষ্ঠাদি রূপে তুমিই পরিণাম প্রদান কর অর্থাৎ তিল তিল করিয়া তুমি জীবের আয়ুষ্কাল শেষ কর তাই কালী; আবার তুমিই বিশ্বের অপরা নারায়ণেরই সমষ্টি শক্তি। সৃষ্টি স্থিতি ও বিনাশের শক্তিভূতা সনাতনী। তুমি ত্রিগুণের আশ্রয়া (ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি)। তুমি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী শক্তি কৌশাম্ভরিক্ষা। অর্থাৎ তোমার হস্তস্থিত জল সিঞ্চিত কুশ হইতে যে জল বিন্দুসকল ক্ষরিত হয়, তাহাতেই পৃথিবীস্থ তাবৎ পদার্থ সৃষ্ট হয়। কু+শী+ড—যাহা পৃথিবীতে শায়িত বা স্থিত হয় কুশ। তুমি মহেশ্বরের মাহেশ্বরী সংহরণ শক্তি। হর=হৃ ধাতু হইতে হরণকারী। তুমি শঙ্খচক্র গদাধারী বিষ্ণুর বৈষ্ণবী শক্তি। দ্রংষ্ট্রা বা দন্তদ্বারা পৃথিবী উদ্ধৃতকারী বরাহ শক্তি; তুমি নৃসিংহ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দৈত্য কূল নাশ করিতে উদ্যম করিয়াছিলে।

পুরাণে সৃষ্টি রহস্যের একটী রূপক উপাখ্যান আছে। যেমন মধুকৈটভ উপাখ্যানে পৃথিবীর মৃত্তিকার উৎপত্তি দেখান হইয়াছে, তেমনি এই বরাহ ও নৃসিংহ রূপ অবতারে সেই ভূমির উপর প্রাণী জগতের কিরূপে বিবর্ত্তনোৎপত্তি হইল তাহাই দেখান হইয়াছে। পুরাণে বরাহের পূর্ব্ববর্ত্তী আরও দুইটী মীন ও কূর্ম্ম অবতার সম্বন্ধে উল্লেখ আছে ও নৃসিংহের পরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বামন অবতারে তাহা শেষ হইয়াছে। এই ৫টীই বিষ্ণুর প্রকৃত বিবর্ত্তিত অবতার। অন্য অবতারগুলি মনুষ্যজাতীয় এবং তাহাদের মধ্যে পৌরাণিকদের মতভেদ ও দৃষ্ট হয়।

বৃহৎ পরমাত্মা, ব্রহ্ম বা নারায়ণ হইতে কোন কারণে (তপস্যা বা তাপ প্রভাবে) গতি শক্তি উদ্ভূত হইলে তিনিই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আত্মারূপী ব্রহ্মদত্ত বা প্রেরিত শররূপে (অগস্ত্য কথিত) সুপর্ণ বা পতঙ্গরূপে এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়া আছেন। সুতরাং এই সুপর্ণ বা পতঙ্গরূপী, আদিতে নামরূপ বিহীন আত্মা, একটা আধার আশ্রয় করিয়াই ব্যষ্টিভাবে ব্রহ্ম নিক্ষিপ্ত শররূপে, সমষ্টি হইয়া এই বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সুপর্ণ পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পতঙ্গের স্বরূপ কি? "পতঙ্গ মক্তমসুরস্য মায়য়া হৃদা পশ্যন্তি মনসা বিপশ্চিতঃ। সমুদ্রে অন্তঃ কবয়ো বিচক্ষতে মরীচীনাং পদমিচ্ছন্তি বেধসঃ।" (ঋ, ১০, ১৭৭, ১) সায়ন ভাষ্য অর্থ—অসুর (অসন—কুশল, অস, অসু—নিক্ষেপে) নামরূপ উপাধি নিক্ষেপ-কুশল পরমাত্মার মায়াতে অভিব্যক্ত দেহাত্ম-জ্ঞান-দেহীকে, প্রজ্ঞানে একাকী, কেবলী, স্বাধীন আত্মারূপে, জ্ঞানী সাধকেরা বিবেকী মনের দ্বারা নিজ হৃদয়ে দেখিয়া থাকেন। সেই আত্মাই সমুদ্রবৎ ব্যাপ্ত সর্ব্ব পদার্থের অন্তঃস্থলেই বিদ্যমান। বেধসগণ সেই আত্মারই অদৃশ্য কিরণবৎ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন। সায়ন ভাষ্যে মায়া অর্থে প্রকৃতি জাত মনের অজ্ঞান ও বিবেক জাত প্রজ্ঞান। প্রকৃতি জাত দেহাত্মবোধই অজ্ঞান। দেহ জ্ঞান লয়েই, প্রজ্ঞানের প্রকাশেই, আত্মার স্বরূপ সিদ্ধি হয়। অর্থাৎ তাহার সুপর্ণত্ব, পতঙ্গত্ব বা শরত্ব রূপ বোধের যে প্রকৃতি জাত ক্ষণস্থায়ী নামরূপ উপাধি রূপ আশ্রয় ছিল, তাহার সমূল বিমোচনে, তাহার (আত্মার) প্রকৃত ভেদবিহীন পরমাত্মস্বরূপ স্বপ্রকাশিত হয়। মীয়তে অনয়া বা মীমিতে জানাতি সংখ্যাতীতি মায়া। যাহা দ্বারা কোন বস্তুর মাপ, অনুমান বা সংখ্যা সূচিত হয় তাহারই সংজ্ঞা মায়া। অব্যক্ত প্রকৃতির মানের সংখ্যা ক্রমে ব্যক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূক্ষ্ম মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল ইন্দ্রিয় ও দেহাদির জ্ঞান রূপ মায়া দ্বারা আপ্লুত বা অক্ত (যেমন রক্তাক্ত) মুক্ত আত্মার তদবস্থায় ক্ষণকাল স্থিতির বিস্মরণই অজ্ঞান এবং তাহা হইতেই দেহীর দেহাত্মবোধক মনজ ভ্রান্তি উপজিত হয়। তাই অব্যক্ত প্রকৃতির ব্যক্ত অবস্থাই মায়াখ্যা। সাধনা ও বিচারের ফলে বিবেকোদয়ে সেই ভ্রান্তির লোপেই সেই মায়ার আবরণ উন্মোচনেই স্বরূপ সিদ্ধি হয়। রজ্জুতে সর্প দেহের নামরূপ উপাধির 'ভ্রমাত্মক' আবরণই তাহার সর্পত্ব অজ্ঞানের কারণ। জল ভ্রমরূপ মরীচীকা ক্ষণস্থায়ী। তাহার কারণ মরীচী বা সূর্য্য কিরণ স্থায়ী এবং অদৃশ্য বেধসগণ সেই চিরস্থায়ী অদৃশ্য কারণের পদ প্রাপ্তিই কামনা করেন। তাই চণ্ডীর প্রকৃতি রূপী দেবী মহামায়া। তিনিই মায়ারূপে অজ্ঞানরূপে আত্মাকে অভিভূত করিলেই যোগমায়াখ্যা হন।

এই মায়ারূপ আশ্রয়ই আত্মার প্রকৃতির সহিত সংযোগ। সুতরাং সৃষ্টির মূল উপাদন। দুইটী পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতই সংযোগ হয় তাই সাংখ্য বলে আত্মাও প্রকৃতি উভয়েই অনাদি ও স্বয়ম্ভু। অপরে বলেন এই উপাদান সূক্ষ্মও ওতপ্রোত ভাবে তাহাতেই ছিল এবং সেই অবস্থাতেই তিনি একমেবাদ্বিতীয়ং। বেদান্তীরা বলেন ইহা তাঁহার অধ্যাস বা মায়া বা অজ্ঞান-রূপী অনির্ব্বচনীয় কিছু। ব্রহ্ম প্রজ্ঞানঘন। অনুভূতি দ্বারা যাঁহারা যতটা উপলব্ধি করিয়াছেন তাহাই শেষ সিদ্ধান্ত। বর্ত্তমান যুগেও আত্মতত্ত্বজ্ঞ যোগাচার্য্য তিব্বতীবাবার ন্যায় অনেক সিদ্ধযোগী এই হিরণ্যগর্ভরূপে অন্তর্বিকসিত জ্যোতিকে সেই বৈদিক ঋষিদৃষ্ট আত্মার দেহে প্রংবশের প্রাগভাব সুপর্ণ ও পতঙ্গরূপে অন্তদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি, কোনও শ্রেষ্ঠ যোগী বর্ণিত এই পদ্যটী আবৃত্তি করিয়া আমাদিগকে শুনাইতেন—"অলি, পীক, ভুজঙ্গ গ্রথিত মুক্তাহার। সজল জলদ মধ্যে তারকা সঞ্চার। তার মাঝে শ্রীমন্ত খড়্গোর দ্বারা জিনি। সমুদ্রের মধ্যে যেন স্থির সৌদামিনী"। অলিইপতঙ্গ, পীক-সুপর্ণ, ভুজঙ্গ-পুংবীজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(Sporatozoa)র পক্ষীর ন্যায় মুখের সর্পাকৃতি পশ্চাদ্ভাগ। দীর্ঘকাল গুরু প্রদর্শিত পথে যোগাভ্যাস করিয়া তাঁহার শিষ্যবিশেষ সাধনাদ্বারা এইরূপ অনুভূতিও করিয়াছে।

সেই হিঃই পঞ্চভূতের উপাদান ধরে অব্যক্ত প্রকৃত্বির সংযোগে হিরণ্য হইয়া যেন তাহার গর্ভে সৃষ্টির করণ রূপ শক্তি ও তদুপযোগী উপাদান করণসহ হিরণ্য গর্ভরূপে সর্ব্ব প্রথমে আবির্ভূত হইল। ওই সংযুক্ত করণই প্রকৃতি (প্র—প্রথম+কৃতি=করণ) আদি কারণের সৃষ্টিরূপ কার্য্যের প্রথম করণ (agent)। তাই প্রকৃতিই গৌণ শক্তিরূপে এই চণ্ডীতে স্তুত হইয়াছে। তাই তাহার আরাধনার ইষ্টমন্ত্র হ্রীং (হিঃ+ঈরৎ—গতি)

মীন ও কুর্ম্ম—এই হিরণ্যই, প্রজ্বলিত অগ্নিরূপে শূন্যাকাশে সূর্য্যাদি গ্রহ নক্ষত্ররূপ সৃষ্টি ও তাহাদের স্থিতি স্থাপকতা সাধন করিয়া পরে অন্তরিক্ষে (দ্যাবা পৃথিবীর মধ্যস্থ ভুব) সেই অগ্নিতে যে সূক্ষ্ম জলীয় পরমাণু (বর্ত্তমান বিজ্ঞান মতে Hydrogen ও Oxygen gas) ও পৃথিবীর পরমাণু (কৃষ্ণবর্ণ কয়লা Carbon জাতীয় পদার্থ) ছিল তাহাতেই তাহাদের স্থূলত্ব সাধন করিয়া বাষ্পাকারে মেঘরূপে সৃষ্টি করিল। সেই মেঘই দ্রব হইয়া তরল জলাকারে পরিণত হইল। এই জলেও পৃথিবীর স্থূল উপাদান মিশ্রিত ছিল। সেই জলে প্রথমে জলজ উদ্ভিদের সৃষ্টি হইল। পরে তাহাতে এককোষী (Unicellular) মৎস্য ডিম্বের ন্যায় জলজ প্রাণীর প্রাগাবস্থা সৃষ্ট হইল। পরে তাহা হইতে ক্রমবিবর্ত্তনে মেরুদণ্ডহীন প্রাণী। তৎপরে মেরুদণ্ড সমন্বিত ক্ষুদ্র বৃহৎ মীন। হিরণ্যের ক্রম বিবর্ত্তনে এই মীন রূপে প্রথম প্রাণীরূপে অবতরণই বিষ্ণুর প্রথম অবতার। ক্রম বিবর্ত্তনে সেই মীনের দুই ডানা কোমল পদরূপে পরিণত হইয়া পরে আরও দুইটী পদের উদ্ভবে তাহা কুর্ম্মরূপে পরিণত হইল। মীন জলচর, স্থলে উত্থিত হইলেই মরিয়া যায়, আর দুই ডানার সাহায্যে সে মাত্র জলের মধ্য হইতে মুখ তুলিতে পারে। কুর্ম্মের পশ্চাৎ পদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাহায্যে সে জলের উপরেও উঠিতে পারে এবং স্থলেও জীবিত থাকার জন্য উভচর। মনুষ্য সন্তরণ কালে এই পদদ্বয়ের সাহায্যেই জলের উপর মস্তক উত্তোলন করিয়া অনেকক্ষণ থাকিতে পারে। তখন জলের উপর পৃথিবীর অবিরাম ঘূর্ণনে তাহার কেন্দ্র হইতে নির্গত বা Centrifugal শক্তিতে সেই জলে নিহিত কর্দ্দমের ন্যায় (বিষ্ণুর কর্ণমল) মৃত্তিকার স্তর বিন্যাস হইয়া তাহা সূর্য্যতাপে কাঠিন্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। কুর্ম্ম স্থলে যাইবার উদ্দেশে সেই কঠিন মৃত্তিকা স্তরকে তাহার পৃষ্ঠ দ্বারা অবিরাম আঘাত করাতে তাহার পৃষ্ঠদেশ কঠিন হইয়া গোলাকার হইল—যেন অসংখ্য কুর্ম্ম তাহাদের পৃষ্ঠ দিয়া নিমজ্জমান মৃত্তিকা স্তরকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাই কুর্ম্মাবতারে পৃথিবী ধারণের তাৎপর্য্য।

বরাহ ও হিরণ্যাক্ষ বধ—ক্রম বিবর্ত্তনে এই কুর্ম্মই বিশাল তীক্ষ্ণ ঊর্দ্ধদন্ত সমন্বিত চতুষ্পদ বরাহ রূপে পরিণত হইয়া পরে উভচর বশতঃ তাহার মস্তক স্পর্শে স্থলের সন্ধান পাইয়া স্থলে যাইতে চেষ্টা করিতে লাগিল, কিন্তু বাধা প্রাপ্ত হইয়া, তাহা তাহার ঊর্দ্ধ দন্তে বিদীর্ণ করিল এবং সেই ছিদ্র আশ্রয়ে স্থলোপরি উঠিল। যে সমস্ত মৃত্তিকা চূর্ণ নিমজ্জমান হইতেছিল তাহাদিগকে তাহার দন্ত দ্বারা উৎকীর্ণ করিয়া সেই স্থলোপরি নিক্ষেপ করিল। ইহাই তাহার দন্ত সাহায্যে পৃথিবী উদ্ধার। ইহা আরও পরিস্ফুট হইয়াছে হিরণ্যাক্ষ দৈত্যের বধে। হিরণ্য পৃথিবীর মৃত্তিকা পর্য্যন্ত সৃষ্টি করিয়া গাড়ীর চাকার অক্ষের ন্যায় অচল অবস্থাতে সেই জলেই স্থিত হইয়া যেন অক্ষ রূপেই পরিণত হইলেন। তখন তাহার বরাহ প্রতীক উদ্ভূত হইয়া যেন তাহাকে প্রচোদন করিয়া তাহার নিষ্কর্ম্ম অবস্থা (অক্ষরূপ অবস্থা) হইতে উদ্দীপিত করিল এবং তাহার আদর্শেই পৃথিবীর উপর চতুষ্পদ স্থলজ জীব বিবর্ত্তনে মনোযোগী করিল। হিরণ্যই মৃত্তিকা চূর্ণ (রেণুকণা) অসন বা নিক্ষেপ করিয়া তাহাকে অক্ষরূপে পরিণত করতঃ তাহার উপর যেন শয়ন করিয়াই নিষ্কর্ম্ম হইয়াছিল তাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসুরবাচ্য হইয়াছে। আর বারাহী শক্তি দ্বারা* নিষ্কর্ম্মত্ব বা অক্ষত্ব উন্মোচনই—হিরণ্যাক্ষ অসুর বধ।

নৃসিংহ ও হিরণ্যকশিপু বধ—হিরণ্যই ক্রম বিবর্ত্তনে অসংখ্য বিবিধ প্রকার চতুষ্পদ জন্তু সৃষ্টি করিয়া সর্ব্বশেষ শ্রেষ্ঠ পশুরাজ সিংহে তাহা শেষ করিল। ইহার পর আর কোন উন্নততর জীবের আদর্শ অনুমান করিতে না পারিয়া কিছুকালের জন্য আবার নিষ্কর্ম্ম হইল। এই নিষ্কর্ম্ম অবস্থাই তাহার কশিপুত্ব। অর্থাৎ তিনি কশিপুরূপ শয্যা আশ্রয়ে নিদ্রাভিভূত হইলেন। কশিপু—কশগতি শাসনে যেমন ঘোড়ার লাগাম কশিয়া তাহার গতি বদ্ধ করা। সেই কশি অবস্থার পুর বা স্থান—শয্যা বা আচ্ছাদন। হিরণ্যের এই কর্ম্মশক্তি নিক্ষেপ ও শয্যাতে নিজকে নিক্ষেপই তাহার অসুরত্ব। আর তাহার শয্যাশায়ী অবস্থা গ্রহণেই তিনি হিরণ্যকশিপু।

প্রহ্লাদ—শিক্ষা নবীশ (novice) চিত্রকর তাহার তুলিকা দ্বারা বা কুম্ভকার তাহার হস্ত সাহায্যে মৃত্তিকা দ্বারা যখন প্রথম ২ সামান্য চিত্রাদি বা মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করে, তখন তাহার অন্তরে আহ্লাদ বা হর্ষ উৎপন্ন হয়। তাহার ক্রমোন্নত নির্ম্মাণ কুশলতার পরিচয়ের সহিত তাহার আহ্লাদও উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হয়। এই অন্তর্জাত আহ্লাদ তাহার (কর্ম্মীর) মুখোচ্চারিত হা-হা-হ্লা-হ্লা শব্দে হাসিতেই প্রকাশ পায়। হ্লা+(দদাতি ইতি) দা+ক=হ্লাদ। প্র (প্রথমে জন্য) =প্রহ্লাদ। সৎ, চিৎ, আনন্দ (আহ্লাদ) রূপ হিরণ্য গর্ভেরও আহ্লাদ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইয়া যেন তাহার উৎসাহ ক্রমে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাকে এই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সিংহ সৃষ্টি পর্য্যন্ত করাইল। আর ইহাপেক্ষা উন্নততর আদর্শের অনুমান না করিতে পারিয়া হিরণ্য যেন অবসর গ্রহণ করিল—যেন শয্যা আশ্রয় করিল। চিন্তাশীল ব্যক্তি কোনও দুরূহ

* বরাহ রূপিণী শিবে নারায়ণী নমস্তুতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয়ের সমাধান করিয়া আনন্দ লাভ করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই অলব্ধ আনন্দই তাহাকে উদ্দীপিত করে। এমন কি নিদ্রাতেও তাহার শান্তি হয় না। এ যেন সেই আত্মজ পুত্রের ন্যায় আত্মজ প্রহ্লাদ কর্ত্তৃক কোন অনির্দ্দেশ্য অপ্রাপ্য বিষয় প্রাপ্তির জন্য নিদ্রিত পিতাকে বার ২ উত্যক্ত করার ন্যায়। পিতা বলিলেন এইতো তোমাকে ভূতজাত শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত, শ্রেষ্ঠ জলরাশি রূপ সমুদ্র, শ্রেষ্ঠ তেজরূপ অগ্নিরাশি, শ্রেষ্ঠ বৃহদাকার প্রাণী হস্তী দেখাইলাম, এই সিংহরূপে আমাকেও দেখিতেছ তাহাতেও তুমি তৃপ্ত হইলে না, তবে বল তোমার সেই অদ্ভুত কাম্য পদার্থটী কোথায় আছে?* হস্ত সকাশে (পাছে শয্যা হইতে উঠিতে হয়) এই স্ফটিক স্তম্ভে আছে কি? আহ্লাদ বলিল "দেখ হয়তো সেখানেই তাহা পাইবে। নিদ্রার ব্যাঘাত জনিত ক্রোধোদ্দীপ্ত পিতা তরবারী দ্বারা সেই স্তম্ভে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। তখন সেই "স্ফটিক স্তম্ভকরি বিদার আধ সিংহ আধ নরাকার" মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল আর প্রহ্লাদও নাচিয়া ২ তাহার পরিতৃপ্তি প্রকাশ করিল। হিরণ্যই যেন পিতা আর প্রহ্লাদই সেই আহ্লাদ। হিরণ্য আদর্শ পাইলেন যেন স্ফটিক স্তম্ভ হইতে স্ফটিকের ন্যায় আত্মাই (সেই জন্যই মৃত্তিকা, কাষ্ঠ, প্রস্তর বা লৌহস্তম্ভ বলা হয় নাই) তাহার মানসপটে সেই আকারে আবির্ভূত হইয়া তাহার পর-বিবর্ত্তনের আদর্শ দেখাইলেন। সেই আদর্শ কি? উর্দ্ধভাগে সিংহরূপে গঠিত মূর্ত্তিতে সমস্ত সেন্দ্রিয় প্রাণীর তথা মনুষ্যের সহিত ও তাহার সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সাদৃশ্য তো আছেই উপরন্তু মনুষ্যের কেশের প্রাগ্‌ভাবও কেশর রূপে তাহাতে আছে। কিন্তু সিংহের পশ্চাৎপদদ্বয় সন্মুখ দিকে বক্র (Flexed) এবং হস্তদ্বয় পশ্চাদ্দিকে সেই ভাবাপন্ন অবস্থাজনিত অবস্থায় সে দাঁড়াইতে পারে না বা হস্ত দ্বারা কোনও পদার্থ উত্তোলন করিতে পারে না। আদর্শে দেখান হইল সেই হস্ত পদকে বিপরীত দিকে বক্র করিবার উপযোগী করিতে পারিলেই পরবর্ত্তী মনুষ্যাকার জীবের বিবর্ত্তন সম্ভব হইবে। হিরণ্য তদনুযায়ী কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার কশিপুত্বের অবসান যেন সেই আদর্শের আবির্ভাবেই সংঘটিত হইল। হিরণ্যের

*প্রহ্লাদ পর্ব্বত হইতে নিক্ষিপ্ত, জলমধ্যে নিমজ্জিত, অগ্নিমধ্যে ও হস্তী পদতলে নিক্ষিপ্ত হইয়া মরে নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কশিপুত্ব নাশই হিরণ্য কশিপু বধ। পরে নানারূপ বিবর্ত্তনের পর বামন রূপী ক্ষুদ্র মনুষ্য শিশুর উদ্ভব হইয়া সেখানেই সৃষ্টির বিবর্ত্তন শেষ হইল। আনন্দও তাহার রুচি-পূরণ সমাপ্তিতে বিরোচন হইয়া যেন নিজেই বলি সাধন করিল। অর্থাৎ আনন্দঘন আত্মারূপ আধার হইতে স্ফূরিত আনন্দ আবার সেই আত্মাতেই লীন হইল। প্রহ্লাদ আত্মদর্শন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়াছিল। এইরূপ পুরাণে কথিত আছে। প্রহ্লাদের পুত্র বিরোচন ও তৎপুত্র বলি তাহারই রূপক। বর্ত্তমান জীব-বিদ্যাবিদ ডারুইন বলেন মনুষ্যের প্রাগ্‌ভাব বিশেষ ভাবে বানর বা ape জাতিতে বর্ত্তমান। তাই মনুষ্য জাতি বিবর্ত্তনে তাহাদেরই উত্তরাধিকারী। কিন্তু রামায়ণে বাল্মীকির বর্ণিত হনুমান, বানর ও মনুষ্য জাতির মধ্যবর্ত্তী বিবর্ত্তিত জীব বলিয়া অনুমান হয় *—যাহার অনুমান সাপেক্ষ্য কঙ্কালও আবিস্কৃত না হওয়াতে আজ পর্য্যন্ত তাহা missig linkএর মধ্যে পরিগণিত হইয়া আছে।

উপসংহার—যং যংকাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি। তং ব্রহ্মাণং'তমৃষিং তং সুমেধাম্।" মেধায় স্ফূরণে ঋষি মার্কণ্ডেয়ই উপাখ্যানের মেধস। সুরথ বা দেহধারী সতত বাহুবলে সর্ব্ববিধ উপায়ে দেহের শোভা ও স্বাচ্ছন্দ্য রক্ষা সাধনে ব্রতী 'সুরথ'—বৈদিক পুরুষের বাহুরূপে কল্পিত ক্ষত্রিয়রাজ, বাহুবল বা শক্তি লাভের জন্যই শক্তির আরাধনা করেন। বৈদিক পুরুষের উরুরূপে কল্পিত বৈশ্য নিজ উরুর শক্তিতে ভূমি কর্ষণ ও 'মই' সাহায্যে তাহাতে বীজ প্রবেশ করাইয়া (প্র+বিশ) তাহার ফল উৎপাদন করিয়া ভোগ করে। তাই বিশ+ঘঞ—বৈশ্য। অন্যপক্ষে বীজরূপে আত্মার দেহ প্রবেশ ও স্থিতি-রূপ-'বৈশ্য'ভাবে ভাবান্বিত এবং দেবীসূক্তের ধ্যানেই স্বপ্রকাশ অহংরূপে তাহার ফল প্রকাশ বিষয়ে-নিশ্চিত বৈশ্য 'সমাধি' সেই দেবীসূক্তের ধ্যানেই স্বপ্রকাশ অহংরূপী আত্মদর্শনে বা তাহার স্বরূপ সিদ্ধিতে তাহার সমাধি নাম সার্থক করিয়াছিল। তাই চণ্ডীর তিন রূপ—(১) দেহীর প্রত্যক্ষ শক্তির উপলব্ধিতে আনুমানিক শক্তির উৎসরূপিণী দেবীর আরাধনা। (২) আত্মদর্শন-স্বরূপসিদ্ধি। (৩) নৈসর্গিক সৃষ্টি রহস্য। ইতি সাংখ্য যোগাচার্য্য তিব্বতী বাবার শিষ্য শ্রীকুঞ্জেশ্বর মিশ্র কর্ত্তৃক বেদ ও বিজ্ঞানালোকে চণ্ডীতত্ত্ব সমাপ্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi